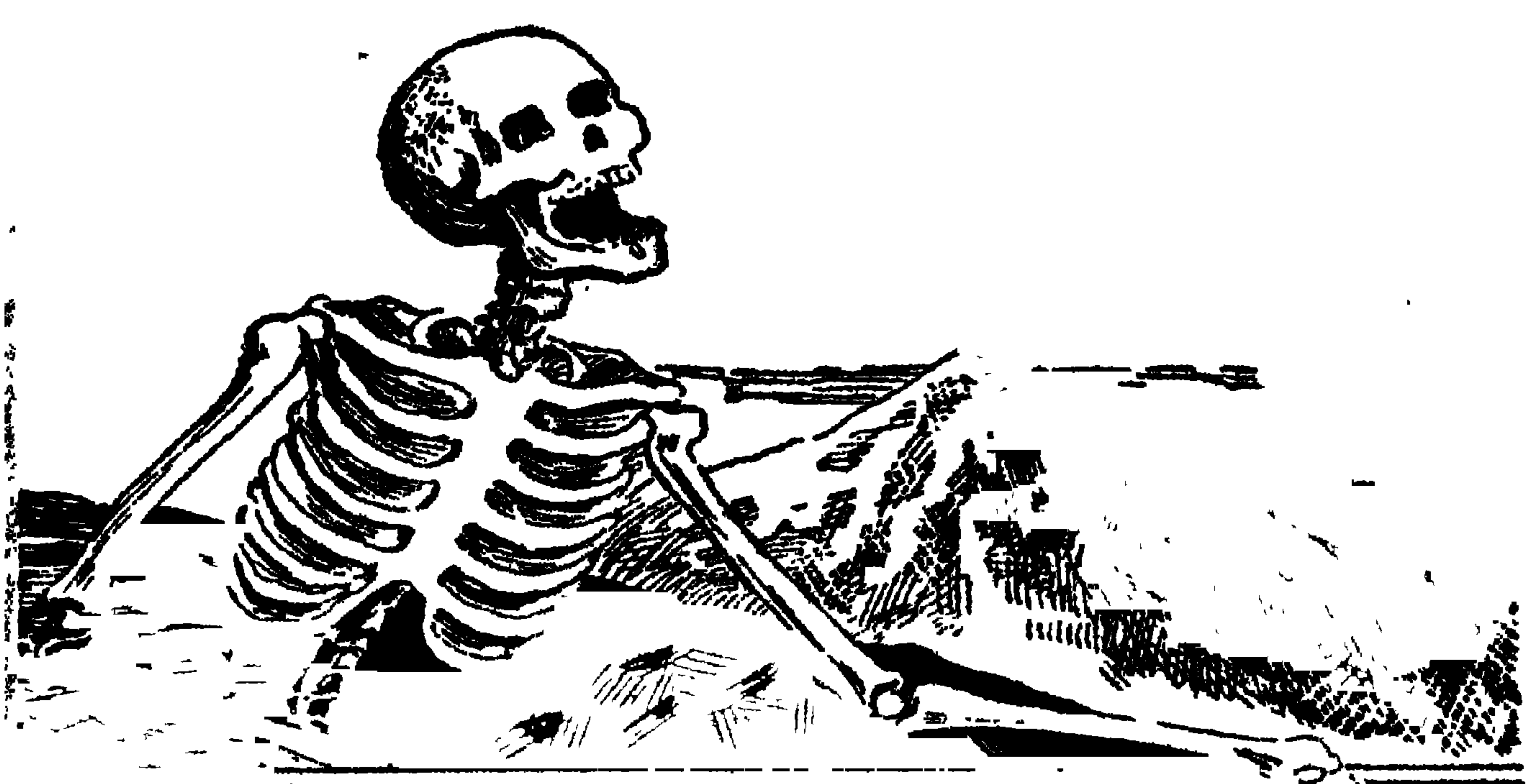

জীবন্ত কঙ্কাল

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স
১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা

দাম বারো আনা

প্রকাশক—
শ্রীসলিল কুমার মিত্র
এস্, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স
১২, নারিকেল বাগান লেন,
কলিকাতা

আশ্বিন—১৩৪৩

প্রিণ্টার—
শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ
নিউ সরস্বতী প্রেস
২৫।৩এ, সন্তু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

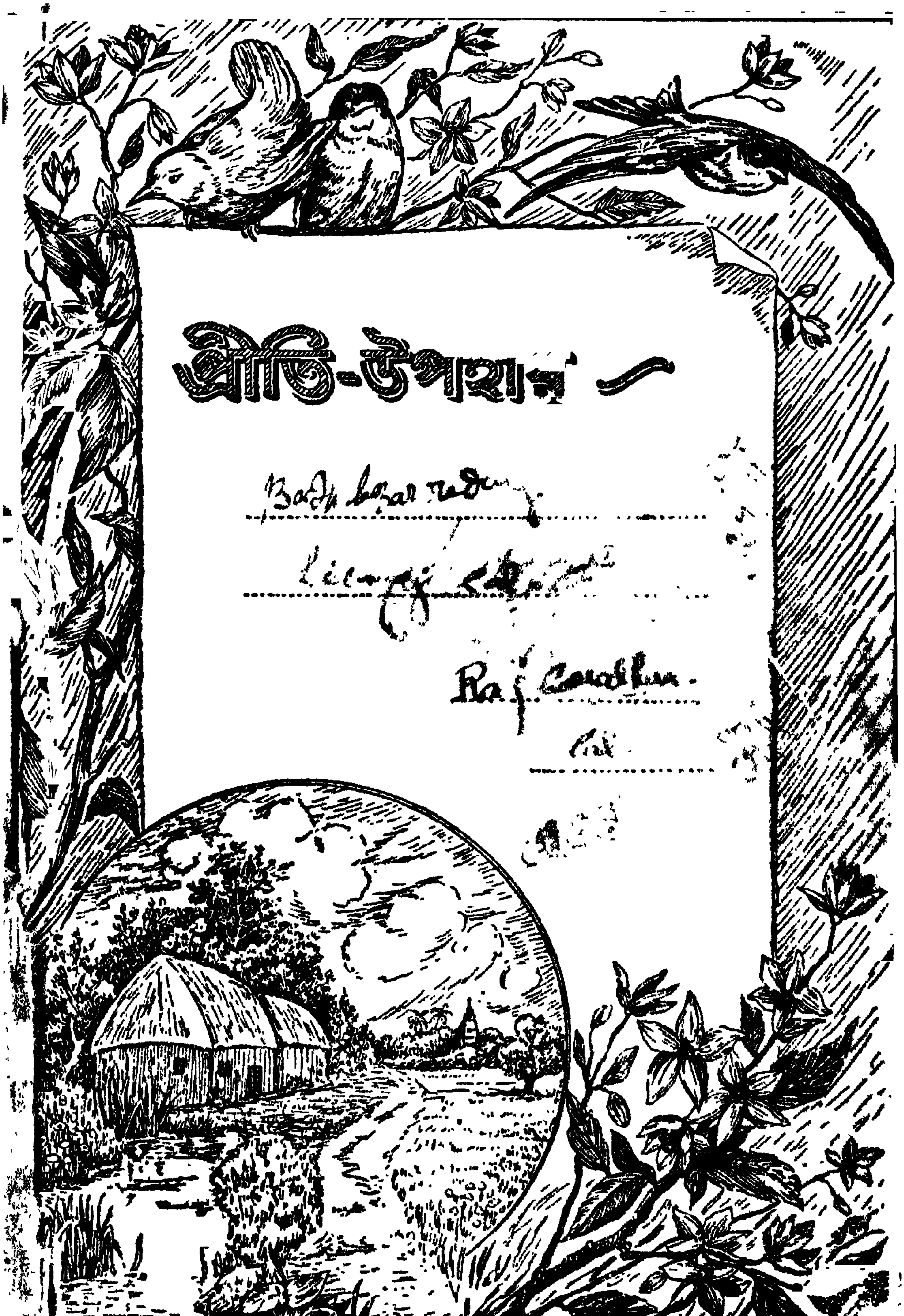
প্রীতি-উপহার

এতে আছে ঃ—

জীবন্ত কঙ্কাল-

জ্বলন্ত-অদৃষ্ট—

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা
পরিগ্রহণ সংখ্যা ২৪০৯৪
পরিগ্রহণের তারিখ ০২/০৯/২০০৬

দানব কঙ্কাল

এক

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌ছে ;—বেলা শেষের স্তিমিত তরল আলোর ধারাটুকু ঐ বিপুল অন্ধকার-দানব যেন এখুনি নিঃশেষে পান করে ফেল্‌বে।

দূরে—অতি দূরে, অনন্ত অনুর্ব্বর খাজুড়ী প্রান্তরের প্রান্তে—দিগন্ত সীমায়—নীলাভ পর্ব্বতশ্রেণীর মাথায় তখনো বেলা শেষের পড়ন্ত রঙীন রোদটুকু ঝিল্‌মিল্‌ কর্‌ছে।

প্রণব আর প্রশান্ত একটি জীর্ণ বাড়ীর দ্বারে এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। আজ রাত্রে এখানেই তাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রণব, প্রশান্ত, প্রভাত, প্রফুল্ল। আজ মাস ছয় আগে এই চার বন্ধু শরতের এক স্নিগ্ধ-প্রাতে শ্যামল মাতৃভূমি বাংলাদেশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে—হয়ত চির-বিদায় নিয়েই—সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছিল। কারণ আবার তারা নিরাপদে যে দেশের বুকে ফিরে আসবে—এ ভরসা তাদের কারুরই ছিল না। তারা জানত, এই ভ্রমণের দায়ীত্ব কতখানি, এই দুঃসাহসিক অভিযানের পরিণাম কতটা ভয়াবহ হতে পারে। তবু তাদের মন মেতে উঠেছিল দূরের ডাকে—অসীমের আহ্বানে। একটা অপূর্ব্ব উত্তেজনায়,—একটা অদম্য উদ্দীপনায় তারা ক্ষেপে উঠেছিল। ভ্রমণের নেশা তাদের মরণের ভয়কেও জয় করেছিল।

ঠিক হয়েছিল, প্রণব ও প্রশান্ত যাবে ভারতের পশ্চিমের পথ ধরে—খাইবার গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়ে পৃথিবী ভ্রমণে, প্রভাত আর প্রফুল্ল তাদের অভিযান সুরু করবে ভারতের পূর্ব্বদিকের পথে—বর্ম্মার ভিতর দিয়ে। এই রকম ভাবে পৃথিবীর দুই প্রান্ত তারা দুইভাগে

সাইকেলে ভ্রমণ করে' জগতে একটা অপূর্ব্ব কীর্ত্তির জয়ধ্বজা ওড়াবে।

ঘটনার স্রোতের ভিতর দিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে প্রণব আর প্রশান্ত আজ সকালবেলা পেশোয়ার সীমান্ত পেরিয়ে খাইবার পথ ধরেছে।

সারাদিন তারা দুর্দ্দান্ত পরিশ্রমে বিখ্যাত খাজুড়ীর মাঠের মধ্য দিয়ে সাইকেল চালিয়েছে। পেশোয়ার সহর পার হয়েই এই খাজুড়ীর মাঠ—সীমাহীন অনুর্ব্বর মরুভূমি বিশেষ।

এই মাঠের মধ্য দিয়ে আছে একটি সরু সঙ্কীর্ণ পথ—শুধু এই পথটি ছাড়া আর কিছুই ভারতসরকারের অধীনে নয়। পথিক নিজের দায়ীত্বে এখানে পথ চলে।

বন্দুকধারী দুরন্ত আফ্রীদিদের দল এই মাঠে বে-পরোয়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারা অশিক্ষিত, অসভ্য ও নিষ্ঠুর। যে কোন মুহূর্ত্তে তারা নিরীহ পথিকদের আক্রমণ করে সর্ব্বস্ব লুটপাট করে নেয়,—অনায়াসে যাত্রীদের হত্যা করে। বিন্দুমাত্র তাতে তারা বিচলিত হয় না।

পথ চল্‌তে চল্‌তে প্রণব আর প্রশান্তের সঙ্গে দু' চার জন বন্দুকধারী আফ্রীদির দেখা হয়েছিল—কিন্তু সৌভাগ্য-

বশতঃ এখন পর্য্যন্ত কোনো বিপদে তাদের পড়তে হয় নি।

দুই

লাণ্ডিখানা হচ্ছে ভারতের শেষ সীমা, তার পরেই আফগান রাজ্য সুরু হয়েছে।

পেশোয়ার আর লাণ্ডিখানার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একটি দুর্গ আছে—নাম তার সাগাই।

প্রণব আর প্রশান্ত ভেবেছিল সন্ধ্যার আগেই তারা এই সাগাই দুর্গে পৌঁছে যাবে, আর রাত্রিটা সেখানেই কাটাতে পারবে পরম নিশ্চিন্তে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয় এক। মাঠের মধ্য দিয়ে সোজা পথ ধরতে গিয়ে তারা সম্পূর্ণ ভুল রাস্তায় এসে পড়েছে।

এখন আবার উল্টো পথে ফিরে গিয়ে বড় রাস্তা ধরা সম্ভবপর নয়।

প্রণব সাইকেলের গতি মন্থর করে প্রশান্তকে বল্লে—"ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ যে সামনেই একটা আশ্রয় পাওয়া গেছে, না হলে এই জনবিরল মাঠের মধ্যে মুহা

বিপদেই পড়তে হোত দেখছি। সামনের ঐ বাড়ীটাতেই চল রাতের মত আশ্রয় নেওয়া যাক্। বোধহয় সরাইখানা ওটা।

প্রশান্ত ততক্ষণ সাইকেল থেকে নেমে পড়েছে। প্রণবের কথা সমর্থন করে সে বল্লে—"আমার মনে হয় বাড়ীখানা কোন আফ্রীদির। হয়ত কাছেই আফ্রীদিদের গ্রাম আছে। যত বড় নিষ্ঠুরই তারা হোক্ না—আমরা বিপন্ন জান্‌তে পার্‌লে বোধ হয় ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করবে না। হাজার হোক ওরাও তো মানুষ।"

প্রণব উত্তর দিলে—"যদি আমাদের সঙ্গে ওরা একান্ত অভদ্র ব্যবহারই করে—তা হলেও কোন ক্ষতি করবার সাহস হয়তো ওদের হবে না। আমাদের সঙ্গে যে দু'টো উৎকৃষ্ট রাইফেল বন্দুক আছে—সে দুটো নিশ্চয়ই ওদের নজরে পড়বে।"

গল্প করতে করতে দুইবন্ধু এসে সেই বাড়ীটার সামনে উপস্থিত।

কাঁকর মিশানো মাটির তৈরি একখানি জীর্ণ বাড়ী, তার চেয়েও জীর্ণ এক পাঁচীল দিয়ে ঘেরা। পাঁচীলের জায়গায় জায়গায় মাটির চাপড়া খসে পড়েছে—অত্যন্ত শ্রীহীন।

প্রশান্ত বল্লে—"মনে হচ্ছে কোন দরিদ্র আফ্রীদি পরিবারের বাড়ী এটা। যা হোক্, এস একবার খোঁজ করা যাক। সমস্ত দিনের ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে। সকলের আগে এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। হাত পা ছড়িয়ে একটু শুতে না পারলে আর যেন কিছুতেই চল্‌ছে না।"

বাড়ীর লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে প্রণব খুব জোরে জোরে তার সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে লাগ্‌ল—প্রশান্তও যোগ দিল সেই সঙ্গে।

কিন্তু কই,—কারুরই তো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না! তবে কি সবই এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? এখনো তো সন্ধ্যাই ভালো করে নামে নাই,—এর মধ্যেই যে বাড়ীখানিতে গভীর রাতের নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে।

প্রশান্ত তার সাইকেলখানা মাটীতে শুইয়ে রেখে আস্তে আস্তে এসে বন্ধ দরজায় আঘাত করল। ধীরে একটু ঠেলা মারতেই দরজার একটা পাট খুলে গেল।

প্রশান্ত হিন্দী ভাষায় বলে উঠল—"ভিতরে কে? আমরা একটু আশ্রয় চাই—আমরা, পথভ্রান্ত, পরিশ্রান্ত বিপন্ন পথিক।"

বাইরের পৃথিবীতে তখনো আবছা আলো বর্ত্তমান

বা এই হত্যাকারী, আর এই নিহত ব্যক্তিই বা কে? আমি যে কিছুই ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছি না প্রণব।

এখন ভয় হচ্ছে,—আমরা আবার অনর্থক খুনের দায়ে না পড়ি। চল, এখন প্রাণ নিয়ে সরে পড়া যাক্।"

প্রণব উত্তর দিল—"আমরা এখন যেস্থানে এসে পড়েছি—সেখানে কোনো আইনকানুন নাই, কোনো শৃঙ্খলা বিধান নাই, কোন বিচার-ব্যবস্থা নাই, আ[illegible]র্দ্দান্ত আফ্রীদিদের স্বাধীন এলাকা। এখানে খুনের আমরা [illegible] কিছু নাই,—অবলীলাক্রমে এখানে হত্যাকাণ্ড পাওয়া যেত।" [illegible] এখানে লুটতরাজ চলে। কাজেই

প্রণব [illegible]ক্ষণ টর্চ্চ [illegible] আমাদের জীবন বিপন্ন হতে টর্চ্চটা কেড়ে নিয়ে প্রশান্ত খুট্ করে বাতিটা [illegible]—তখন [illegible]পর অন্ধকার ঘরের মধ্যে আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে[illegible]। একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে চমকে উঠল।

তিন

অন্ধকার ঘরের মধ্যে টর্চ্চের তীব্র আলো পড়তেই সবার প্রথমে যে দৃশ্যটা প্রশান্তর চোখে পড়ল—তাতে সে শিউরে কেঁপে উঠল—তার সমস্ত মাথাটা ঘুরে উঠল বন্‌বন্ করে।

প্রশান্ত বল্লে—"মনে হচ্ছে কোন দরিদ্র আক্রীদি পরিবারের বাড়ী এটা। যা হোক্, এস একবার খোঁজ করা যাক। সমস্ত দিনের ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে। সকলের আগে এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। হাত পা ছড়িয়ে একটু শুতে না পারলে আর যেন কিছুতেই চল্‌ছে না।"

বাড়ীর লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে প্রণব খুব জোরে জোরে তার সাইকেলের ঘণ্টা বাজাতে ক লাগ্‌ল—প্রশান্তও যোগ দিল সেই সঙ্গে। ণ হোলো

কিন্তু কই,—কারুরই তো সাড়া শ ছে।"
না! তবে কি সবই এর মধ্যে তা খুবই বিচলিত হয়ে এখনো ণা। এইবার সেই ভাবটা কিছু সামলে নিয়ে যে বা —"কি করে বুঝ্‌লে প্রণব, লোকটা অল্পক্ষণ হোলো মরেছে—"

"দেখছ না, লোকটার শরীর থেকে এখনো তাজা রক্ত ঝরে পড়ছে,—এই ছাখো পিঠের কাছে কাঁধের নীচে জখমের চিহ্ন;—এটা গুলির দাগ ছাড়া কিছুই নয়।" প্রণব উত্তর দিল।

প্রশান্ত বল্লে "এযে বড় রহস্যময় ব্যাপার। এই নির্জ্জন কুঠিতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটল কি করে? কেই

বা এই হত্যাকারী, আর এই নিহত ব্যক্তিই বা কে? আমি যে কিছুই ভেবে কূল কিনারা পাচ্ছি না প্রণব। আমার এখন ভয় হচ্ছে,—আমরা আবার অনর্থক খুনের দায়ে না পড়ি। চল, এখন প্রাণ নিয়ে সরে পড়া যাক্।"

প্রণব উত্তর দিল—"আমরা এখন যেস্থানে এসে পড়েছি—সেখানে কোনো আইনকানুন নাই, কোনো শৃঙ্খলা বিধান নাই, কোন বিচার-ব্যবস্থা নাই, এ দুর্দ্দান্ত আফ্রীদিদের স্বাধীন এলাকা। এখানে খুনের দায় বলে কিছু নাই,—অবলীলাক্রমে এখানে হত্যাকাণ্ড ঘটে, অনায়াসে এখানে লুটতরাজ চলে। কাজেই সাবধান,—যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। বিশেষতঃ যখন এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে,—তখন নিশ্চয়ই এর ভিতর কোন গভীর রহস্য লুকানো আছে। আমার মনে হয় এই হত্যার তদন্ত করতে নিশ্চয় শীগ্‌গিরই আরো লোকজন এখানে এসে হাজীর হবে।"—

টর্চ্চের আলোতে দুই বন্ধু ঘরের ভিতরটা ভালো করে' দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

অপরিচ্ছন্ন ঘর। চারিধারে হাঁড়ি-কুঁড়ি ছড়ানো। একদিকে একটা কাঠের তক্তা পাতা, বোধ হয় এটা

বিছানা। পাশে আর একটা কুঠুরি তাতে কুলুপ-আঁটা তার ভিতরে যে কি আছে তা জানা গেল না।

হঠাৎ প্রণব বলে উঠল—"যা ভেবেছি তাই, নিশ্চয় এই ঘরে দু'জন লোক বাস করে। একজন বন্দুকের গুলিতে মারা পড়েছে—আর একজন পালিয়েছে। বোধ হয় সে এই হত্যার খবর তাদের দলের লোকদের দিতে গেছে।"

"বুঝলে কি করে প্রণব?" আশ্চর্য্য হয়ে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে—"আমিতো এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

প্রণব ঘরের কোণায় আঙুল দেখিয়ে বল্লে "ঐ ছাখো দুটি থালায় খাবার সাজানো রয়েছে, রুটি আর তরকারী। আমার মনে হচ্ছে, লোক দুটি খেতে বসবে এমন সময় এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।"

প্রশান্ত উত্তর দিল—"কিন্তু এওতো হতে পারে প্রণব, যে লোক দুটির পরস্পরের মধ্যে কোনো কারণে ঝগড়া বেধে যায় আর তাতেই অপর লোকটা এই ব্যক্তিকে খতম করেছে।"

বাস্তবিক এওতো সম্ভবপর হতে পারে। এ বিষয়টা প্রণব এতক্ষণ ভেবে দেখে নাই।

প্রণব বল্লে "যা হোক ভাই, ও লোকটাতো সত্যিই মরেছে—ওর জন্যে আর আমরা ভেবে মরতে পারি না। শরীরের যা অবস্থা আর এক পাও নড়বার ক্ষমতা নাই। আজ রাতটা যে করেই হোক এই মড়া আগ্‌লেই আমাদের পড়ে থাক্‌তে হবে।"

প্রশান্তরও আর পথ চলবার ক্ষমতা নাই। তার শরীর আর মন এখন দুই-ই চাচ্ছে বিশ্রাম—সে এখন একটু আরামের কাঙাল। কিন্তু এই অজানা জায়গায় এই রকম একটা দুর্জ্ঞেয় রোমাঞ্চকর অবস্থার মধ্যে বেশীক্ষণ থাক্‌তে তার অন্তরাত্মা যেন মধ্যে মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। তবু আর উপায় নাই। এই অন্ধকার রাত্রে, এই অজ্ঞাত দেশে—পথভ্রান্ত পথিক তারা—কোথায় যাবে? কে তাদের আশ্রয় দেবে!

প্রশান্তর শরীরের শক্তি যথেষ্ট কিন্তু প্রণবের মনের বল অতি অসাধারণ; সাধারণতঃ বাঙ্গালী যুবকের মধ্যে এতটা মনের তেজ—এতটা দুর্জ্জয় সাহস বাস্তবিকই দুর্লভ। প্রশান্ত যখন কোন আসন্ন আশঙ্কায় ভীত, বিচলিত হয়ে ওঠে তখন তাকে উদ্দীপিত করে প্রণবের অদম্য উৎসাহ।

প্রণব বল্লে "প্রশান্ত, আর সময় নষ্ট করে' কাজ

নাই। ক্ষিধের চোটে পেটের নাড়ীভুঁড়ি হজম হবার জোগাড়। এস প্রশান্ত এক কাজ করা যাক্। সঙ্গে যা খাবার আছে—তা এখন আর নষ্ট করে' দরকার নাই। ঐ যে দুটি থালায় আমাদের খাবার সাজানো আছে। কথায় বলে বাড়া ভাত পায়ে ঠেল্‌তে নাই। এস ওগুলির সদ্ব্যবহার করা যাক্। আজ রাতটা ওতেই আমাদের দিব্বি চলে যাবে। কি বল!"

এই বলে প্রণব আর বাক্যব্যয় না করে' সেই থালায় সাজানো রুটি আর তরকারী পেটুকের মত খেতে আরম্ভ করে' দিল।

প্রশান্তরও ক্ষিধের চোটে পেট চোঁ চোঁ করছিল। সেও তাড়াতাড়ি এসে প্রণবের সঙ্গে যোগ দিল।

খেতে খেতে প্রণব উৎসাহের সঙ্গে বল্লে—"বাঃ, তোফা রান্না। তরকারীর স্বাদ কি চমৎকার।"

প্রশান্ত বল্লে "পেশোয়ারের এক হোটেলে আমরা এই রকম তরকারী কাল খেয়েছিলাম।"

[illegible]

এই বলে প্রণব বাইরে এসে অন্তহীন ফাঁকা মাঠটার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করল। তারপর চাপা গলায় বলে উঠল—"ঐ ছাখো প্রশান্ত, ম্লান জ্যোৎস্নালোকে কতগুলি মশালের আলো দেখা যাচ্ছে,—মনে হচ্ছে মশালধারী লোকগুলি ছুটতে ছুটতে এদিকেই আসছে। আর বিন্দুমাত্র দেরী করলে হয়ত——"

প্রণবের মুখের কথা শেষ হতে না হতে প্রশান্ত লাফিয়ে চীৎকার করে' উঠল—"এসে পড়েছে,—এসে পড়েছে,—এই ছাখো তোমার পায়ের কাছে কি—"

প্রণব সভয়ে তাকিয়ে দেখল তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত ধরণের কুকুর জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে।

সাইকেল দুটো প্রস্তুতই ছিল।

প্রণব আর প্রশান্ত দুই লাফে সাইকেলে উঠে বসে উদ্ধশ্বাসে গাড়ী ছুটিয়ে দিল ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে।

যে দিক দিয়ে লোকগুলি আসছিল ঠিক তার বিপরীত দিকের প্রান্তর দিয়ে তারা প্রাণপণে সাইকেল ছুটিয়ে চলল।

অনুর্ব্বর উঁচু-নীচু অসমান পাথুরে মাঠ। মাঝে

মাঝে বড় বড় পাথরের স্তূপ। এ পথে হেঁটে চলাও কঠিন ব্যাপার, সাইকেল চালানো ত দূরের কথা।

তবু এ ছাড়া আর গতি কি। যে দিকে একটু সুবিধা পাচ্ছে—সেই দিকেই তারা দুরন্ত বেগে সাইকেল চালাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে তারা জানে না, সামনে আবার তাদের জন্যে কি বিপদ অপেক্ষা করছে—সে কথা ভাব্‌বার সময়ও তাদের এখন নাই। বর্ত্তমানের চিন্তায় তারা এখন আকুল।

আগে আগে ছুটেছে প্রণব পিছনে চলেছে প্রশান্ত।

প্রশান্ত চীৎকার করে' প্রণবকে বল্লে—"প্রণব, বন্দুক চালাব ?"

কথাটা কাণে যেতেই সাইকেলের গতি থামিয়ে প্রণব আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে' কাকে গুলি করবে প্রশান্ত, লোকগুলো কি আমাদের অনুসরণ করছে নাকি ! সর্ব্বনাশ !"

প্রশান্ত বল্লে—"সেই বিট্‌কেল কুকুরটা আমাদের পিছনে পিছনে ছুটে আস্‌ছে। ওটাকে ঘায়েল করতে বেশীক্ষণ সময় লাগ্‌বে না।"

প্রণব বল্লে—"না, এখন বন্দুকের শব্দ করে কাজ নাই। আমাদের এখন আত্মগোপন করে' থাক্‌তে

হবে। বন্দুকের কর্কশ শব্দ এই নিস্তব্ধ অসীম শূন্যতা ভেদ করে' ঐ লোকগুলিকে আমাদের অস্তিত্বের খবর জানিয়ে দেবে। তাহলে আবার বিপদে পড়তে হবে। দাঁড়াও আমি একটা ব্যবস্থা করছি।"

সাইকেল থেকে নেমে, প্রকাণ্ড একটা পাথরের চাঁই তুলে প্রণব কুকুরটাকে লক্ষ্য করে' ছুঁড়ে মারতে গেল, কিন্তু কুকুর কই?—অবাক্ হয়ে প্রণব আর প্রশান্ত ভালো করে' তাকিয়ে দেখল, সাম্‌নে পিছনে আশে পাশে কোথাও কুকুরটার চিহ্নমাত্র নাই।

পাঁচ

ভোর হতে তখনও কিছু বাকী।

একটা পাহাড়ের ধারে প্রণব আর প্রশান্ত এসে পৌঁছেছে। বাকী রাতটুকু এখানেই কাটিয়ে দেবে—তারা ঠিক করল।

—"যাক্, কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—" প্রণব একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"ভোর হলেই আমরা পথের খোঁজ পাব—নিকটের গ্রাম থেকে।"

একটু মুচ্‌কি হাসি হেসে প্রশান্ত বল্লে—"তুমি যে জেগে জেগেই গ্রামের স্বপ্ন দেখছ প্রণব,—ধারে কাছে

কোন লোকালয় আছে বলে তো আমার মনে হয় না। আমরা যে এখন কোথায় এসে পড়েছি তার কিছুই ধারণা করতে পারা যাচ্ছে না।"

প্রণব বল্লে—"নিশ্চয় খুব কাছেই লোকের বসতি আছে, ঐ শোন মুরগীর ডাক।

কাণ খাড়া করে প্রশান্ত শুন্‌তে পেল সত্যিই দূর থেকে মুরগীর ডাক ভেসে আস্‌ছে। আনন্দে তার মনটা নেচে উঠল। যাক্ এইবার তাহলে পথের খবর পাওয়া যাবে।

কুয়াসা তখনো ভালো করে কাটে নাই অথচ ভোর হয়ে গেছে। আর একটু পরিষ্কার না হলে রওনা হওয়া যায় না। এখনো দূরে ভালো করে' দৃষ্টি চলে না।

সাইকেল তুটো একটা পাথরে হেলান দিয়ে রেখে—আর একটা পাথরের উপর তুই বন্ধু বসে বিশ্রাম করছে—এমন সময়,—ও কিসের শব্দ?

সভয়ে তুই বন্ধু পাথর ছেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল। একটা প্রকাণ্ড পাথর পাহাড়ের উপর থেকে গড়িয়ে তাদের দিকে হুড় মুড় করে' নেমে আস্‌ছে।

সর্ব্বনাশ!!

প্রণব চীৎকার করে' বল্লে—"পাশের দিকে দৌড়ে সরে যাও প্রশান্ত, পাথরটা ঘাড়ে পড়লে একদম ছাতুর মত গুঁড়ো হয়ে যাবে"—এই বল্‌তে বল্‌তে সে নিজেও একপাশে ছুটে গেল।

প্রণব আর প্রশান্ত আত্মরক্ষা করল বটে—কিন্তু সেই প্রকাণ্ড পাথরটা প্রচণ্ড বেগে গড়িয়ে গিয়ে পড়ল তাদের সাইকেল দুটোর উপরে। আর তাদের চোখের সামনেই সাইকেল দুটো টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙে পড়ল পাথরটার চাপে।

এই অপ্রত্যাশিত বিপদে প্রশান্তর বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাবার জোগাড়। প্রণবও হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

ভাগ্যিস্ রাইফেল দুটো তাদের হাতে ছিল, সাইকেলে বাঁধা থাক্‌লে তাদের অবস্থাও হোত আজ শোচনীয়। এই শত্রু পরিবেষ্টিত স্থানে অস্ত্রশূন্য হয়ে থাকা যে কি রকম বিপজ্জনক তা বোধ হয় আর না বল্লেও চলবে।

—"একি ব্যাপার হোলো প্রণব? পাথরটা এ ভাবে গড়িয়ে পড়ল কি করে? ভাগ্যিস্ আমাদের ঘাড়ে পড়ে নাই।" প্রশান্ত হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে।

প্রশান্তর কথার উত্তর না দিয়ে—প্রণব হঠাৎ

প্রশান্তর হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান মেরে বল্লে "পালাও প্রশান্ত, প্রাণপণে ছোটো—ঐ ছাখো আর একটা পাথর গড়িয়ে আস্‌ছে আমাদের দিকে। আমার মনে হচ্ছে এ কোনো শয়তানের কাণ্ড। আমাদের মারবার ফন্দি করছে।"

সাইকেল দুটো পাথরের তলায় চুরমার হ'য়ে ভেঙে পড়ে আছে; দুই বন্ধু রাইফেল দুটো দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে দৌড়তে লাগ্‌লে সামনের দিকে।

পিছনে আবার ও কিসের শব্দ! ছুট্‌তে ছুট্‌তে প্রশান্ত একবার পিছনের দিকে তাকাল—তারপর রুদ্ধ-কণ্ঠে প্রণবকে বল্লে "সর্ব্বনাশ, প্রণব—ঐ ছাখো সেই কুকুরটা আমাদের তাড়া করেছে—।"

প্রণব তেমনি ভাবে ছুট্‌তে ছুট্‌তেই একবার ফিরে তাকাল—তারপর বলে উঠল আর্ত্তস্বরে—"শুধু কুকুর নয় প্রশান্ত; কুকুরের পিছনে ছুটে আস্‌ছে কয়েকটা দুর্ব্বৃত্ত লোক ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের মত।—"

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা ২৪০.৯৪
পরিগ্রহণ সংখ্যা
পরিগ্রহণের তারিখ

ছয়

কুয়াসা কেটে চারিধারে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। দুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে প্রণব আর প্রশান্ত আর কোন উপায় না দেখে একটা পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করেছে।

এদিকে অগুনতি ছোট ছোট পাহাড়। আক্রীদিদের দল এতক্ষণ তাদের তাড়া করেছিল, কিন্তু এখন আর প্রণবদের খুজে পাচ্ছে না। ভয় হচ্ছে ঐ মারাত্মক কুকুরটার জন্য। ও আবার গন্ধ শুঁকে শুঁকে তাদের খুজে বের না করে!

প্রশান্ত ফিস্ ফিস্ ক'রে বল্লে "প্রণব, নিশ্চয়ই ওরা এখনো আমাদের খোঁজ করছে। আমরা এখন যে ভাবে আছি—চট্ করে' ওদের নজরে পড়ব না—, পাথরের আড়ালে—"

প্রশান্তর মুখের কথা তখনো ফুরায় নাই, এমন সময় চকিতের মধ্যে তার মুখ চেপে ধরে' প্রণব অস্ফুটস্বরে বল্লে "চুপ্ চুপ্, ঐ ত্যাখো দুটো লোক নীচের ঐ চালু পথটার পাশ দিয়ে পা টিপে টিপে চলেছে, তাদের সঙ্গে ঐ কুকুরটা—"

প্রশান্ত ভালো করে লোক দুটোকে লক্ষ্য করে দেখ্‌ল তারপর রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে প্রণবকে বল্লে "চালাও গুলি প্রণব, ও দুটোকে খতম কর্‌তে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না। কথায় বলে শত্রুর শেষ রাখতে নাই—।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে তার হাত চেপে ধরে' প্রণব বল্লে, "সর্ব্বনাশ প্রশান্ত, এমন কাজও করো না। আমাদের গুলিতে লোক দুটো ঘায়েল হতে পারে বটে—কিন্তু এর পরিণাম হবে রোমাঞ্চকর। ওদের হত্যা কর্‌লে সমগ্র আক্রীদি জাতি উঠবে আমাদের উপর ক্ষেপে। প্রতি-হিংসার আগুন দাউ দাউ করে' জ্বলে উঠবে ওদের মনে. তারপর যে-কোন প্রকারেই হোক ওরা আমাদের ধর্‌বেই। সুতরাং এখন বিশেষ ভেবে-চিন্তে আমাদের কাজ করা দরকার। ওই লোক দুটির পিছনে আরো দল আছে, সে কথা তোমার অজানা নাই।"

প্রণবের কথায় বন্দুকটা নামিয়ে রেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রশান্ত বল্লে "ঠিক বলেছ প্রণব, বিশেষ ভেবে-চিন্তে এখন আমাদের কাজ করা কর্ত্তব্য—গোঁয়ারের মত চট্‌ করে কিছু করে বসা মানেই নিজেদের মৃত্যু ডেকে আনা।"

প্রণব উত্তর দিল "—যখন আর আত্মরক্ষার কিছুমাত্র উপায় থাক্‌বে না, কেবল সেই সময়েই আমরা রাইফেলের সদ্ব্যবহার করব, তার আগে নয়।"

"কিন্তু কি অপরাধ করেছি আমরা যার জন্যে আমাদের উপর ওদের এতটা আক্রোশ! কিছুক্ষণ আগে পাথর চাপা দিয়ে ওরা আমাদের হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল—" প্রশান্ত বল্লে।

—"বাস্তবিক কি অপরাধ যে আমাদের তা আমরা নিজেরাই জানি না, আমার মনে হয় ঐ হত্যাকাণ্ডের নায়ক বলেই ওরা আমাদের সন্দেহ করেছে, তাই প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় ওরা আমাদের এইভাবে অনুসরণ করছে।" প্রণব উত্তর দিলে।

প্রশান্ত ভুরু কুঁচকে বল্লে, "তাই যদি হয় তা হলে এখন উপায়?"

"—উপায় হচ্ছে—কোন রকমে লাগুিথানায় গিয়ে পৌঁছানো। আমরা যদি কোন রকমে রাস্তার খোঁজ পেতে পারি—তা হলেই কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়। আজ সারাদিনটা আমাদের এই ভাবেই এখানে কাটাতে হবে। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা পথের খোঁজ করব। টর্চ্চ দুটো আমাদের বেল্টের সঙ্গে বাঁধা

আছে কাজেই বিশেষ অসুবিধা কিছু হবে না।" এই বলে প্রণব একটা পাথরে ঠেসান দিয়ে দাঁড়াল।

প্রশান্ত বল্ল, "আচ্ছা, আমরা যখন সাইকেল দুটো রেখে একটা পাহাড়ের নীচে বসে বিশ্রাম কর্‌ছিলাম, তখনতো ওরা অনায়াসে পাথরের আড়ালে আড়ালে থেকে আমাদের ধরে' ফেল্‌তে পারত। তা' না' করে' পাথর গড়িয়ে আমাদের মারবার চেষ্টা কর্‌ল কেন ওরা?"

প্রণব সহজ ভাবেই উত্তর দিল "এই সামান্য কথাটা আর বুঝতে পার্‌ছ না প্রশান্ত। ওরা বেশ ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেছে আমাদের হাতের রাইফেল দুটো। আমাদের ভয় না কর্‌লেও ওরা রাইফেলকে ভয় করে যথেষ্ট। তাই আমাদের কাছে আস্‌বার ভরসা হচ্ছে না ওদের। দূরে থেকেই ফন্দি-ফিকির করে' আমাদের হত্যা কর্‌বার চেষ্টা ওদের। খুব সাবধান, নিমিষের জন্যও বন্দুক হাত-ছাড়া করো না যেন। ঐ বন্দুকই হচ্ছে এখন আমাদের সবচেয়ে উপকারী বন্ধু।"—

—"ঐ—ঐ আরো কয়েকটা লোক পা টিপে টিপে পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দিয়ে চলেছে। ঐ যে একজন উপরে আমাদের এই দিকে তাকাচ্ছে, শীগ্‌গির বড় পাথরটার পাশে মাথা নীচু কর, প্রণব—"

প্রণব আর প্রশান্ত নিমেষের মধ্যে একটা বড় পাথরের আড়ালে মাথা নীচু করে' বসে পড়ল।

ওঃ, আর একটু হলেই ধরা পড়ে' গেছলি আর কি!

সাত

অতি অদ্ভুত বিস্ময়কর ব্যাপার।

কিছুক্ষণ আগে যে লোকগুলি পা টিপে টিপে পাহাড়ের নীচ দিয়ে এগিয়ে চলেছিল, হঠাৎ দেখা গেল তারা ফিরে চলেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌ন্তে ছুট্‌তে, মুখে তাদের ভীতি-বিহ্বল আর্ত্তনাদ, কুকুরটাও ছুট্‌ছে প্রাণপণে, আর মাঝে মাঝে পিছনের দিকে তাকিয়ে ভয়ঙ্কর 'ঘেউ ঘেউ' শব্দ কর্‌ছে

এ আবার কি ব্যাপার!

এই দৃশ্য দেখে প্রশান্ত একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে একটু মৃদু হেসে বল্লে—"উঃ—যাক্ এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, লোকগুলি আবার ফিরে যাচ্ছে; —কিন্তু এরকম ছুটে চলেছে কেন্ প্রণব?"

প্রণব বিশেষ লক্ষ্য করে এই দৃশ্যটা দেখছিল, এইবার গম্ভীর হয়ে বল্লে "হাসবার কথা নয় প্রশান্ত! আমার মনে হচ্চে লোকগুলি কোন কারণে ভয়ঙ্কর ভয় পেয়ে ঐ ভাবে ছুটে চলেছে, শুনছ না ওদের অস্ফুট আর্ত্তনাদ,

কুকুরটাও কি ভাবে ডাক্‌তে ডাক্‌তে ছুট্ দিচ্ছে—ঐ ছাখো। যথেষ্ট ভয়ের কারণ না ঘট্‌লে এ ব্যাপার হতে পারে না।—”

প্রশান্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে বল্লে “এখানে আবার ভয়ের কারণ কি থাক্‌তে পারে প্রণব,—ঐ রকম হিংস্র দুর্দ্দান্ত আফ্রীদির দল তো সহজে ভয় পাবার পাত্র নয়!”

“আমিও তো তাই বলি প্রশান্ত—” প্রণব উত্তর দিল। “ভয়ঙ্কর কোন ভয়ের ব্যাপার ঘটেছে আমার ধারণা, কিন্তু সে কারণটা যে কি, আমি কিছুই ভেবে স্থির কর্‌তে পার্‌ছি না। ঐ ছাখো এখনও লোকগুলি উঠি-পড়ি করে’ কি ভাবে ছুটে চলেছে, সবচেয়ে বেশী দৌড়াচ্ছে ঐ কুকুরটা।—”

যে জায়গায় দুই বন্ধু আশ্রয় নিয়েছিল সেখান থেকে চারিধারের দৃশ্য বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। যতদূর দৃষ্টি চলে অবারিত অনুর্ব্বর মাঠ। মাঝে মাঝে খেজুর গাছের ঝোপ, আর কালো পাথরের স্তূপ।

এতবড় একটা দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর অথচ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় বন-জঙ্গলের নাম মাত্র নাই কোনখানে। কয়েকটি খেজুর গাছ ছাড়া অন্য কোন গাছও দৃষ্টিগোচর

হয় না। মরুভূমির মত খাঁ খাঁ কর্ছে রুক্ষ শুষ্ক অসমান মাঠ।

লোকগুলি অনেক দূরে চলে গেছে, আর ভালো ক'রে দেখা যায় না। দলে অন্ততঃ দশ বারো জন লোক ছিল।

প্রশান্ত বল্লে "প্রণব, আর এখানে সময় নষ্ট করে কাজ কি, শত্রুর ভয়তো কেটে গেছে, এইবার এস দিনের আলো থাক্‌তে থাক্‌তে আমরা পথের সন্ধান করি। আর পৃথিবী ভ্রমণের কাজ নাই, চল মানে মানে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।"

অতি নিবিষ্ট হয়ে প্রণব একদৃষ্টে এতক্ষণ কি জানি লক্ষ্য কর্‌ছিল, প্রশান্তর কথার উত্তর না দিয়ে সে হঠাৎ বলে উঠ্‌ল—"ছাখতো প্রশান্ত, ঐ দিগন্ত সীমায়, মাঠের শেষে কিছু দেখ্‌তে পাও কি না!"

সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' প্রশান্ত কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তারপর বলে উঠল "একি প্রণব, পিঁপড়ের সারির মত ও কি চলেছে, কি অদ্ভুত চেহারা ওদের, ও কি ধরণের মানুষ ওরা?"

প্রণব বল্লে, "মানুষ নয়, ওগুলি উটের সারি। ওদের সঙ্গে অবশ্য মানুষও আছে। আমার মনে হয়

—এইবার আমরা পথের খোঁজ পাব। নিশ্চয় ওটা ভারতগামী পথ। যাত্রীর দল ঐ পথ ধরে পেশোয়ারের দিকে চলেছে।"

সোল্লাসে প্রশান্ত চীৎকার করে উঠ্‌ল "হুররে, আর দেরী করা নয়, এক্ষুনি চল প্রণব, ঐ পথের সন্ধানে। এখন সবে মাত্র বেলা দশটা, পথ খুঁজে বের করতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হবে না। চল প্রণব।"

এই বলে প্রশান্ত রাইফেলটা কাঁধে ক'রে' নবীন উৎসাহে রওয়ানা হতে উদ্যত হ'ল।

প্রণব বল্লে "থামো প্রশান্ত, একটু অপেক্ষা কর। আমার পকেটে একটুক্‌রো পাউরুটি আছে। ভাগাভাগি করে' সেটুকু শেষ করে' ফেলা যাক্,—ক্ষিধের চোটে নাড়ীভুঁড়ি হজম হবার যোগাড়।—পরিশ্রম তো আর কম হয় নাই।"

—"সে কথা মন্দ নয়, দুঃখ হচ্ছে সাইকেলে বাঁধা খাবারগুলির জন্যে। অমন টাট্‌কা মাখন আর জেলিগুলি এ ভাবে নষ্ট হ'ল—বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয়।" দুঃখের সঙ্গে এই কথাগুলি প্রশান্ত বল্লে।

ভাগাভাগি করে রুটিটা দুই বন্ধু বসে শেষ করে' ফেল্ল।

প্রণব বল্লে "এইবার চল প্রশান্ত ওঠা যাক,—সকলের আগে এখন একটু জলের খোঁজ করা দরকার। পিপাসায় আমার গলা শুকিয়ে গেছে।"

—"এখানে জল পাবে কোথায় প্রণব—" আশ্চর্য্য হয়ে প্রশান্ত বল্লে।

—"পাহাড়ের নীচে অনেক সময় পাথরের ধারে জল জমে থাকে। তুই একটা ছোট খাট ঝরণার খোঁজও হয়তো আমরা পেতে পারি। আমি কিন্তু ঝর্‌ঝর্‌ করে একটা অস্ফুট আওয়াজ শুন্‌তে পাচ্ছি। দেখা যাক্‌ একবার চেষ্টা করে।" প্রণব বল্লে।—

আট

পাহাড়ের নীচে নেমে এসে বন্ধু দু'জন জলের খোঁজ করতে লাগ্‌ল। বাস্তবিকই মনে হোল যেন কিছুদূরে একটা পাহাড়ের আড়ালে ঝর্‌ ঝর্‌ করে কিসের জানি একটা একটানা শব্দ হচ্ছে।

"নিশ্চয়ই ধারে কাছে কোথাও ঝরণা আছে, প্রশান্ত" উৎসাহের সঙ্গে প্রণব বল্লে—"এস আমরা একটু এগিয়ে খোঁজ করি—।"

—"শব্দ একটা শুনতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু ওটা ঝরণার শব্দ কিনা ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না,—যাই হোক, খোঁজ করা দরকার। কাছাকাছি একটা লোকালয় পেলে সবচেয়ে ভালো হোত।" প্রশান্ত বল্লে।

—"কাছাকাছি গ্রাম আছে এ ধারণা আমার কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত ছিল, শুনছিলে তো ভোরবেলায় মুরগীর ডাক! কিন্তু এই পাহাড়ের উপর থেকে চারিধারে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে কোথাও কোন জনপদের চিহ্ন মাত্র দেখ্‌তে পেলাম না।—এখন মনে হচ্ছে—ও বোধ হয় পাহাড়ী মুরগীর ডাক।"

পাশাপাশি ছোট বড় অনেকগুলি পাহাড়। আসল হিমালয়ের শাখা এগুলি না হলেও ভিতরে ভিতরে হয়ত যোগাযোগ আছে। একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার বিষয়, পাহাড়গুলিতে বেশী গাছপালা নাই—একদম নেড়া পাহাড়।

এক বিষয়ে প্রণবরা নিশ্চিন্ত। বুনো জন্তুদের ভয় বিশেষ এখানে নেই। পাহাড়ে যদি জঙ্গল থাকত—তা হলে বুনো জন্তুর উৎপাতও হয়তো তাদের সহ্য করতে হোত।

ঝরণার শব্দ ক্রমে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠ্ছে। সেই শব্দ লক্ষ্য করে প্রণব আর প্রশান্ত মহা উৎসাহে পথ চলেছে।

হঠাৎ সামনে পাহাড়ের গায়ে একটা সুড়ঙ্গের মুখের ধারে তারা এসে উপস্থিত।

"তাই তো, এ পথে আর যাওয়া চলবে না প্রশান্ত, সাম্‌নে একটা প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গের মুখ আমাদের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। উঃ, সুড়ঙ্গের ভিতরটা কি অন্ধকার,—" প্রণবের মুখের কথা শেষ হতে না হতে,—একটা বিকট অট্টহাসি শুনে প্রণব আর প্রশান্ত চম্‌কে উঠ্‌ল।

—"হা-হা-হা-হা-হা",—সেই ভয়ঙ্কর হাসির শব্দে সমস্ত পাহাড়টা যেন ভূমিকম্পের মত থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল।

তারপর—যে দৃশ্য দুই বন্ধুর চোখের উপর ভেসে উঠল তাতে তাদের শরীরের রক্ত জল হবার জোগাড়।

খট্ খট্ শব্দ করতে করতে একটা মানুষের কঙ্কাল সেই সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে বের হয়ে এলো। আবার সেই অট্টহাসি—"হা-হা-হা-হা-হা।"

প্রণব আর প্রশান্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মুখ দিয়ে তাদের একটি কথা বের হোল না, সামান্য একট

নড়বার চড়বার ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাদের লোপ পেয়ে গেল। যেন কোন্ এক অদৃশ্য শক্তিতে কেউ তাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে' ফেলেছে।

জীবন্ত কঙ্কালটা ঘাড় বেঁকিয়ে বন্ধু দুজনের দিকে একবার তার কোটরগত চোখ দিয়ে ভালো করে' তাকালো, তারপর দুই হাতে দু'জনের কব্জি চেপে ধরে' টেনে নিয়ে চল্ল সুড়ঙ্গের ভিতরে। ঝাঁকুনির চোটে টোটা-ভরা রাইফেল দুটো তাদের হাত থেকে খসে গিয়ে পড়ে' রইল সুড়ঙ্গের মুখের কাছে বাইরে।

সুড়ঙ্গের ভিতরটা বেশ সুবিস্তীর্ণ। একজন দীর্ঘকায় লোক অনায়াসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সুড়ঙ্গের ভিতর চলতে পারে,—বিশেষ কোন কষ্ট হয় না।

জীবন্ত কঙ্কালটা লম্বায় প্রণবদের প্রায় দেড়গুণ। সে একটু ঝুঁকে পড়ে' বেশ স্বচ্ছন্দে সুড়ঙ্গের ঢালু পথে নেমে চলেছিল, কিন্তু প্রণবদের অবস্থা অতি শোচনীয়।

কঙ্কালটা তার হাড্ডি-সার হাত দিয়ে এত জোরে প্রণবদের কব্জি চেপে ধরেছে, যে কব্জির যন্ত্রণায় তারা অস্থির—তার উপর কঙ্কালটার হেঁচ্‌কা টানে তারা যে কতবার মুখ থুব্‌ড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে যাচ্ছে—তার আর ঠিক ঠিকানা নাই।

তবে কি প্রণবরা শেষকালে ভূতের পাল্লায় পড়ল ? কিন্তু ভূততো কেবল দূরে থেকেই ভয় দেখায়,—মানুষের শরীর ,স্পর্শ করে—এরকম ঘটনাতো কখনো শোনা যায় নাই।

কিন্তু এ যে একেবারে জীবন্ত ভূত, প্রাণবন্ত কঙ্কাল। কী ভয়ঙ্কর শক্তি তার ঐ হাড়-জিরজিরে শরীরে। ভূততো শোনা যায় ছায়াময় অশরীরী জীব, কিন্তু এ যে একেবারে প্রত্যক্ষ জলজ্যান্ত, স্থূলরূপী জীব বিশেষ। তবে কী এটা ?

এতক্ষণ সুড়ঙ্গের ভিতরটা ছিল জমাট অন্ধকারে ঠাসা,—এইবার কঙ্কালটা যে জায়গায় এসে থামল সে জায়গাটা ততটা অন্ধকার নয়—বাইরের থেকে কোন ছিদ্রপথে যেন আলোর ধারা নেমে এসে সেখানটা ক্ষীণ আলোকে পরিপূর্ণ করে' দিয়েছিল।

জায়গাটা অনেকটা বাঁধানো গোল চৌবাচ্চার মত।

প্রণব আর প্রশান্তকে ঘাড় ধরে সেখানে বসিয়ে দিয়ে—আবার সেই প্রাণ-কাঁপানো বিকট 'হা-হা' শব্দ করতে করতে সেই কঙ্কালটা সুড়ঙ্গের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নয়

অনেকক্ষণ কেটে গেছে।

ভয়ঙ্কর কঙ্কালটা সেই যে অদৃশ্য হয়ে গেছে তারপর আর এখন পর্য্যন্ত তার কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রণব আর প্রশান্ত এতক্ষণ পর্য্যন্ত দু'জনে নির্ব্বাক হয়ে আবিষ্টের মত পড়েছিল।

এ যেন মস্ত বড় একটা দুঃস্বপ্ন। এর চেয়ে সেই আক্রীদিদের হাতে বন্দী হওয়াও যে ঢের ভালো ছিল। সেই পাথরের চাপে তখন তারা মারা গেল না কেন?

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় ঘটনা। অসহায়ের সহায়, বিপদের একান্ত বান্ধব সেই রাইফেল দুটোও আজ হাত-ছাড়া হয়েছে। প্রাণের আর বিন্দুমাত্র আশা ভরসা নাই। মৃত্যুতো আসন্ন, কিন্তু কি রকম নিষ্ঠুর— কি রকম লোমহর্ষণ মরণ তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে কে জানে! ওঃ, সেই বিকট কঙ্কাল-মূর্ত্তিটার কথা ভাব্‌তেও গা শিউরে ওঠে।

প্রণব মৃদুস্বরে প্রশান্তকে ডাকল—"প্রশান্ত!"

প্রশান্ত দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢেকে চুপ করে বসেছিল, —তার সমস্ত শরীরটা তখনো কাঁপছে। প্রণবের ডাকে সে তেমনি অবস্থাতেই উত্তর দিল—"উঁ"।

প্রণব বল্লে—"অত ঘাবড়ে গেলে চলবে না প্রশান্ত, —সাহসে বুক বাঁধো। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আমরা দু'জন আছি,—তোমার গায়ে যথেষ্ট বল আছে, হয়তো চেষ্টা করলে ওর হাত থেকে আমরা উদ্ধার পেতে পারি।"

কথাটা শুনে প্রশান্ত শিউরে উঠল—"এঁ্যা, তুমি বলছ কি প্রণব পাগলের মত,—ভূতের সঙ্গে আবার মানুষ লড়তে পারে নাকি?"

প্রণব উত্তর দিল—"ভূত কিম্বা প্রেতাত্মা কখনোই নয় ওটা। ভূত প্রেতরা কখনো স্থূল শরীর ধারণ করতে পারে না। তারা হয়তো দূর থেকে মিথ্যা শরীর ধরে লোককে ভয় দেখাতে পারে,—কিন্তু বাস্তবিক জড়দেহ ধারণ ওরা করতে পারে না,—এটা তুমি নিঃসন্দেহে জেনো।"

প্রশান্তর আর বিস্ময়ের শেষ নাই। বিস্ফারিত নয়নে সে প্রণবের দিকে চেয়ে বল্লে—"এঁ্যা, তুমি বলছ কি প্রণব,—তবে ওটা কি?"

—"ওটা—আমার তোমার মতই স্থূলদেহধারী জীব। এর বেশী আমি এখন আর কিছুই স্থির করতে পারছিনা। এখন বেশ স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারছি, কেন কিছুক্ষণ আগে ঐ আক্রীদিগুলি এদিক পানে এসে আবার প্রাণভয়ে ছুট দিয়েছিল, আর কুকুরটাই বা কোন্ দৃশ্য দেখে ঐ ভাবে ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করতে করতে ছুটে পালিয়েছিল, নিশ্চয়ই ওরা এই জীবন্ত কঙ্কালটাকে দেখতে পেয়েছিল।"

—"তবে এখন উপায় প্রণব!" প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে।

—"উপায় হচ্ছে সবার প্রথমে মনে বল সঞ্চয় করা—তারপর ঐ কঙ্কালরূপী জীবটার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করা। শেষ পর্য্যন্ত যদি জোর খাটাতে হয়—তাও আমাদের করতে হবে। ও একা, আমাদের দু'জনের সঙ্গে না-ও পেরে উঠ্‌তে পারে।" প্রণব সবে-মাত্র কথা বন্ধ করেছে এমন সময় সমস্ত সুড়ঙ্গটা ভয়ঙ্কর ভাবে কেঁপে উঠ্‌ল।

"হা-হা-হা-হা-হা"; বন্ধু দুজন তাকিয়ে দেখল সামনে দাঁড়িয়ে সেই বিকট কঙ্কালমূর্ত্তিটা অট্ট হাসি

হাস্‌ছে, হাতে তার একছড়া পাকা-কলা আর কয়েক টুক্‌রো খেজুর।

কলা আর খেজুরগুলি প্রণবদের কাছে ছুঁড়ে ফেলে—আবার সেইরকম হাস্‌তে হাস্‌তে মূর্ত্তিটা সুড়ঙ্গের মুখের দিকে চলে গেল।

—"এ কি রকম রহস্য প্রণব! এযে জোর করে রসিকতা হচ্ছে দেখছি। যমের দুয়ারে ঠেলে ফেলে দিয়ে আবার যে দেখছি দয়ায় প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। আমরা পাছে ক্ষিধেতে কষ্ট পাই—তাই আবার খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল দেখছি। খাইয়ে দাইয়ে মোটা সোটা করে টুটী টীপে মারবে নাকি!" প্রশান্ত রহস্য ছলে বল্‌ল।

"আগেতো খেয়ে নেওয়া যাক—তারপর অন্য কথা ভাবা যাবে। কলা আর খেজুরগুলি বেশ তাজা; শরীরে একটু জোর হলে মনেরও জোর বাড়বে।" এই বলে প্রণব টপাটপ্ খোসা ছাড়িয়ে কলাগুলি খেতে আরম্ভ করল। প্রশান্তর খাবার তেমন ইচ্ছা ছিল না, দুই একটী মাত্র মুখে দিল।

খাওয়া শেষ করে' প্রণব বল্লে "এস, এক কাজ করা যাক্। টর্চ্চ বাতিগুলি এখনো আমাদের কাছে

অক্ষত ভাবেই আছে। সেই আলোতে এস আমরা সুড়ঙ্গের মুখ পর্য্যন্ত যাই—রাইফেলগুলি আমাদের আগে হাতানো দরকার। যদি কঙ্কালমুর্ত্তি আমাদের বাধা দিতে আসে আমরা এবার শেষ পর্য্যন্ত লড়ে দেখব। আমার সঙ্গে বেল্টে বাঁধা যে ছোরাটা আছে—সেটা আমাদের যথেষ্ট কাজে লাগ্‌বে। চলে এস প্রশান্ত,—এখানে যত ভয় পাবে, ভয় আরো তত বেশী করে পেয়ে বস্‌বে। এই মৃত্যুর ফাঁদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে এখন চাই দুর্জ্জয় মনের বল, চাই আদম্য উৎসাহ,—চাই অসাধারণ বুদ্ধি।"

এই বলে টর্চ্চের আলো ফেল্‌তে ফেলতে সুড়ঙ্গের পথে এগিয়ে চল্ল প্রণব, তার পিছনে পা টীপে টীপে চল্ল প্রশান্ত।

যদি কোন রকমে একবার সুড়ঙ্গের মুখের কাছে পৌঁছতে পারে আর রাইফেলদুটো উদ্ধার করা যায়—তা হলে এবার একবার দেখে নেবে এই কঙ্কাল শয়তানকে।

কিন্তু একি! সুড়ঙ্গের মুখের কাছে এসে প্রণব থমকে থেমে গেল; ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—"সর্ব্বনাশ প্রশান্ত, এই গ্যাখো সুড়ঙ্গের মুখ্‌টা প্রকাণ্ড

এক পাথর-চাপা দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। এ পথে বেরুবার আর কোন উপায় নাই।”

মাথায় হাত দিয়ে প্রশান্ত বসে পড়ল—“সর্ব্বনাশ, সর্ব্বনাশ, এযে আমাদের জীবন্ত সমাধি হোলো দেখ্‌তে পাচ্ছি।”

দশ

হায় হায় হায় হায় হায়······জীবনের আর কোন আশা নাই, এই মৃত্যু-গহ্বর থেকে উদ্ধার পাবার আর কোন উপায় নাই।

দু'জনে প্রাণপণ শক্তিতে সুড়ঙ্গের মুখের পাথরটা ঠেলে ফেলবার চেষ্টা করল—কিন্তু সমস্ত পরিশ্রম বৃথা, সকল চেষ্টা ব্যর্থ, বিরাট পাথরটাকে তারা সরানো দূরের কথা একটু নড়াতে পর্য্যন্ত সক্ষম হোল না।

প্রণব আর প্রশান্ত আবার ফিরে এলো সেই চৌবাচ্চার মত বাঁধানো জায়গাটায়।

প্রশান্তর শরীরে শক্তি নাই, মনে তেজ নাই, সে একেবারে এলিয়ে পড়েছে ফাঁসীর মঞ্চে ওঠা আসামীর মত।

প্রণব ভিতরে ভিতরে এবার যথেষ্ট দমে গেলেও, মুখে তার উৎসাহের ভাটা পড়ে নাই।

প্রশান্তর মুমূর্ষু অবস্থা দেখে সে তাকে নব উৎসাহে উদ্দীপিত করে বল্লে—"তুমি যে এর মধ্যেই সব হাল ছেড়ে দিলে প্রশান্ত,—তা'হলে দেখ্‌ছি তুমি এখানেই কায়েমী বাসের ব্যবস্থা করছ, আমার কিন্তু এখানে থাক্‌বার একটুও ইচ্ছা নাই।"

প্রশান্ত এইবার মুখ খুল্ল। বল্লে—"অসম্ভব এই মৃত্যু-গহ্বর থেকে রক্ষা পাওয়া। একটা মাত্র উপায় আছে—"

সোৎসাহে প্রণব বল্লে "কি উপায় প্রশান্ত!"

প্রশান্ত বল্লে "আমাদের এখন স্থির হয়ে ঐ কঙ্কাল-মূর্ত্তিটার আগমন প্রতিক্ষা কর্‌তে হবে। সুড়ঙ্গের মুখের পাথরটা সরিয়ে ও যখন ভিতরে ঢুক্‌বে তখন তাকে হঠাৎ আক্রমণ করে কাবু করে ফেলে আমরা গর্ত্তে থেকে পালাব।"

"তোমার বুদ্ধিটা তারিফ করিবার মত প্রশান্ত! কিন্তু—কঙ্কাল-মূর্ত্তিটা যদি আর না ফেরে! দেখলে না কি রকম ভাবে গর্ত্তের মুখটা বন্ধ করে' দিয়েছে,—আমার

তো মনে হয় না—ভবিষ্যতে ও আর এই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করবে।”

প্রণবের কথায় প্রশান্ত শিউরে উঠ্‌ল। সর্ব্বনাশ !! তবে উপায় ?

প্রণব একবার ভালকরে সুড়ঙ্গের উপরের দিকে চাইল—তারপর বল্লে—“একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ প্রশান্ত—উপর থেকে কোন বাঁকা ছিদ্রপথ দিয়ে রোদের আভা এই অন্ধকর সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুক্‌ছে, ফুরফুরে বাতাসও না জানি কি অদ্ভুত উপায়ে এই গর্ত্তের ভিতর এসে প্রবেশ করছে। আমার মনে হচ্ছে উপরে নিশ্চয়ই কোন ছিদ্র আছে। তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াওতো প্রশান্ত, আমি তোমার কাঁধের উপর চড়ে একবার দেখি বাইরে যাবার কোন পথ পাওয়া যায় কিনা।”

প্রশান্ত মুখে কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তার চোখে মুখে নেমে এসেছে একটা হতাশার ছাপ, একটা নৈরাশ্যের ছায়া। জীবন্ত যে তারা এই মৃত্যু গহ্বর থেকে পরিত্রাণ পাবে সে আশা আর তার নাই।

মাথার উপরে থাক্ থাক্ পাথর সাজানো, স্তরে স্তরে উপরে উঠে গেছে। সেই পাথরের ফাঁক দিয়ে এঁকে

বেঁকে। সূর্য্যের আলো আর বাইরের বাতাস সুড়ঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করছে।

প্রশান্তর কাঁধের উপর চড়ে প্রণব উপরের একটা পাথরের থাক চেপে ধরল দুই হাতে, তারপর হাতে ভর দিয়ে উপর দিকে ঝুঁকে পড়ে' আনন্দে চীৎকার করে বলে উঠল "প্রশান্ত, প্রশান্ত,—ঐ যে দেখা যাচ্ছে নীল আকাশ,—এই পথ দিয়ে আমরা নিশ্চয় বাইরে যেতে পারব; ঐ যে একটু উপরেই একটা গাছের শিকড় ঝুলছে, ওটা ধরতে পারলেই আর কোন ভাবনার কারণ থাকবে না। আমাদের আর ভয় নাই।" এই বলে প্রণব প্রাণান্তকর চেষ্টায় উপরের শিকড়টা এক হাতে শক্ত করে ধরে' ফেল্ল, তারপর এক লাফে উপরের পাথরের একটা থাকের উপর উঠে পড়ল।

এই দৃশ্য দেখে প্রশান্তর মনেও আবার যেন লুপ্ত উৎসাহ ফিরে এলো, ঘুমন্ত শক্তি যেন আবার মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠ্‌ল। তা হলে বাস্তবিক উদ্ধারের আশা এখনও যায় নাই! প্রশান্ত যেন অকূল সমুদ্রে কূলের সন্ধান পেল।

প্রশান্ত বল্লে—"প্রণব, তুমি তো বেশ নিরাপদ

জায়গায় উঠে বসলে কিন্তু আমি অত উঁচুতে উঠি কি করে,—আমাকে কাঁধে করে' তুলবে কে ?"

"তার ব্যবস্থা আমি করছি প্রশান্ত, মনে ভেব না তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে আমি সরে পড়ব—" প্রণব তার কোমরের বেল্ট্‌টা খুল্‌তে খুল্‌তে বল্লে।

"আরে না না সে কথা আমি বলছি না। তাড়াতাড়ি এখন এই ভয়ঙ্কর স্থানটা আমাদের ত্যাগ করা দরকার, —কখন কোন্ মুহূর্ত্তে আবার সেই জীবন্ত কঙ্কালটা এসে পড়ে তার ঠিক কি। আমাদের এ ভাবে পালাতে দেখলে মহা ফ্যাসাদেই পড়তে হবে—হয় তো আমাদের প্রাণ নিশ্চয়ই টানাটানি হবে।"

নীচের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে প্রণব বেল্ট্‌টা ঝুলিয়ে দিয়ে প্রশান্তকে বল্লে "শক্ত করে বেল্ট্‌টা ধর প্রশান্ত, কোন ভয় নাই,—আমি তোমাকে টেনে উপরে তুলছি।"

প্রশান্ত শক্ত করে বেল্ট্‌টা চেপে ধরল, আস্তে আস্তে প্রণব তাকে উপরের দিকে টেনে তুল্‌তে লাগ্‌ল।

আর একটুমাত্র বাকী; ঐ যে হাতের কাছে পাথরের থাক্‌টা, ওটাকে ধরতে পারলেই নিশ্চিন্ত। প্রশান্ত এক হাতে বেল্ট্‌টা চেপে ধরে আর এক হাতে পাথরটা ধরতে

চেষ্টা করতে লাগল। ঠিক এমনি সময়—"হা-হা-হা-হা-হা" ভয়ঙ্কর অট্টহাসির শব্দে চারিধার কেঁপে উঠ্‌ল।

প্রণব তাকিয়ে দেখল প্রশান্তের ঠিক পায়ের তলে কঙ্কাল-মূর্ত্তিটা এসে দাঁড়িয়ে প্রশান্তকে ধরবার জন্যে হাত বাড়াচ্ছে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা হ্যাচ্‌কা টান মেরে প্রণব প্রশান্তকে উপরে তুলে ফেল্ল।

এগার

আর একটু দেরী হলেই হয়েছিল আর কি। প্রশান্ত বরাৎ জোরে আজ খুব বাঁচা বেঁচে গেছে,—ঐ বিরাট কঙ্কাল-মূর্ত্তিটা তার সুদীর্ঘ অস্থি-সার হাত দিয়ে এখুনি প্রশান্তের ঝুলন্ত পাটা ধরে ফেলত। ভাগ্যিস্ প্রণব এক হ্যাচ্‌কা টান মেরে তাকে উপরে তুলে ফেলেছিল!

গর্ত্তের বাইরে বের হয়ে এসে প্রণব রুদ্ধশ্বাসে বল্লে "প্রশান্ত, আর দেরী করা নয়—এইবার চল আমরা পালাই যদি বাঁচবার ইচ্ছা থাকে।"

প্রশান্তর শরীরটা দারুণ উত্তেজনায় তখনো ঠক্ ঠক্

প্রশান্তের ঠিক পায়ের তলে কঙ্কাল-মূর্ত্তি......ধরবার জন্ত হাত বাড়াচ্ছে।

করে কাঁপছিল, সে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—"একটু রোসো ভাই প্রণব, একটু জিরিয়ে নি।"

"জিরোবার ঢের সময় পরে পাওয়া যাবে প্রশান্ত, এখন আর এখানে থাকা কোন মতেই উচিত নয়। স্থির জেনো, কঙ্কাল-মূর্ত্তিটা আমাদের সহজে ছাড়বে না।"

প্রণবের কথা শেষ হতে না হতেই প্রশান্ত আৎকে উঠ্‌ল,—বলে উঠল "ঐ ভাখো প্রণব নীচের দিকে পাথরের আড়ালে—"এই বলে প্রশান্ত এক রকম প্রায় গড়াতে গড়াতেই পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে লাগল—।

প্রণব এক মুহূর্ত্তের জন্যে একবার নীচের দিকে তাকাল, দেখল সেই জীবন্ত কঙ্কালটা ছুটতে ছুটতে লাফাতে লাফাতে উপরের দিকে উঠে আস্‌ছে।

গর্ত্তের মুখ বেয়ে তারা যে জায়গাটায় এসে উঠেছিল সে স্থানটা মাটী থেকে অনেকটা উচু পাহাড়ের গায়ে।

প্রশান্ত একরকম প্রায় গড়িয়ে গড়িয়েই নামছে,—তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে প্রণবও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল,—তারপর সেও পিছল নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে সবেগে নীচে নামতে লাগ্‌ল।

নীচে নেমেই আর কথাবার্ত্তা নাই। শরীর তাদের ছড়ে গেছে, হাত পা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে থেঁৎলে গেছে

কিন্তু এসব ভাব্বার সময় তাদের এখন নাই। তারা এখন শুধু বাঁচ্তে চায়,—ঐ কঙ্কাল-দৈত্যটার হাত থেকে কোন রকমে রক্ষা পেতে চায়। প্রাণপণে তারা ছুট দিল যে দিকে তাদের দু' চোখ চলে।

প্রণব একবার ফিরে তাকাল,—দেখল কঙ্কাল-দানবটা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে তাদের হাতছানি দিয়ে ডাক্ছে আর বিকট অট্টহাসি হাসছে—"হা-হা-হা-হা-হা"।

এখন অনেকটা নিরাপদ। প্রশান্ত একবার পিছন দিকে ফিরে তাকাল, তারপর কৌতূহলের সঙ্গে প্রণবকে বল্ল "ঐ দেখো দানবটার দুই হাতে দুটো কালো কালো কি দেখা যাচ্ছে।"

প্রণব নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে দানবটাকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করল তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লে "ও দুটো আর কিছুই নয়, আমাদের পরিত্যক্ত রাইফেল দুটো।"

"—কি সর্ব্বনাশের কথা; ও কি আবার রাইফেল চালাতে জানে নাকি? আমাদের আবার তাগ্ করবে না তো! বাপরে কী সর্ব্বনেশে জীব। রাইফেলের গুলি অনেক দূর পর্য্যন্ত যায়। এখনো আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নই। প্রণব, চল আরো খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যাক্। ঐ যে দূরে গম্বুজের মত কি একটা

দেখা যাচ্ছে, চল ঐ দিক লক্ষ্য করে আমরা এগিয়ে চলি। বোধ হয় শীগ্‌গিরই এবার আমরা লোকালয়ের সন্ধান পাব।"

পশ্চিম দিকে সূর্য্য হেলে পড়েছে। দিন শেষ হবার আর বেশী বাকী নাই। অবসন্ন, ক্লান্ত, ভগ্নোত্তম, হতোৎসাহ বন্ধু দুজন শুধু মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করে' চলেছে পথের সন্ধানে।

কিন্তু কোথায় পথ? দূরে—অতিদূরে গম্বুজের মত কি জানি একটা পদার্থ তাদের চোখের সামনে একবার ভেসে উঠেছিল। বড় আশায়, বড় ভরসায় সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে তারা হেঁটে চলেছিল,—কিন্তু হঠাৎ ছায়াবাজীর মত—মরীচিকার মত—সেই গম্বুজও যেন শূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বারো

সন্ধ্যার আব্‌ছায়া নেমে এসেছে, চারিদিকে ঘোলাটে ঘোলাটে ভাব, আকাশে একটা পাৎলা মেঘের স্তরও যেন পড়েছে। বাতাসও হয়ে উঠেছে একটু এলোমেলো, চঞ্চল ঘুর্‌পাক খেতে খেতে মাঝে মাঝে ঘূর্ণি হাওয়া ধূলো বালি উড়িয়ে একদিক থেকে আর একদিকে ছুটে চলে যাচ্ছে।

"এখন একটু বিশ্রাম না করিলে চল্‌ছে না প্রণব, দেহটাকে আর যে টেনে নিয়ে যেতে পারছি না; এরপর যদি একবার মুখ্‌ থুব্‌ড়ে পড়ি আর হয়তো উঠ্‌বার ক্ষমতা থাক্‌বে না।" একটা খেজুর গাছের নীচে বসে পড়ে' হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশান্ত বল্লে।

প্রশান্তর এই কথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রণব হঠাৎ বলে উঠ্‌ল—"প্রশান্ত, প্রশান্ত, ঐ বাঁ দিকের খেজুর গাছের ঝোপের আড়াল থেকে একটা তীব্র আলো যেন আমার চোখে পড়ল।"

প্রশান্ত কিন্তু কিছুই দেখ্‌তে পায় নাই। সে নির্ব্বিকার ভাবে বল্লে "ভুল্‌, ভুল্‌ প্রণব, ওটা গম্বুজের মতই ছায়াবাজী মাত্র। মরুভূমিতে পথ-হারা যাত্রী

যেমন মরীচিকা দেখে উল্লসিত হয়, আমাদের অবস্থাও এখন তাই হয়েছে।”

—“না, না মরীচিকা নয়, ঐ ত্থাখো আবার, আবার সেই আলো”—প্রণব ক্ষিপ্তের মত চেঁচিয়ে উঠ্‌ল।

এবার প্রশান্তও বিশেষ লক্ষ্য করে দেখলো বাস্তবিকই একটা তীব্র আলোর রেশ দূরের ঝোপটার আড়াল থেকে বেরিয়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত উজ্জ্বল করে ফেলেছে।

“ওটা কিসের আলো!” গভীর কৌতূহলের সঙ্গে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল।

প্রণব বল্লে—“আমার মনে হয় কোন উড়োজাহাজ নেমেছে ওখানে, প্রকৃত ব্যাপারটা কি এখনই জানা দরকার, শীগ্‌গির চল প্রশান্ত!”

আবার ছুটে চল্ল দুজনে সেই আলো লক্ষ্য করে অসীম উৎসাহে।

* * * *

মানসমোহন নামে একটি বাঙ্গালী যুবক আর জাফর খাঁ নামে একটি পেশোয়ারী মুসলমান আফগানিস্থান থেকে উড়োজাহাজে ভারতবর্ষে ফিরছিল। তারা দুজনেই নূতন এরোপ্লেন চালাতে শিখেছে।

হঠাৎ তাদের কল একটু বিগড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে তাদের একটা মাঠের মধ্যে নাম্‌তে হয়েছে। কল ঠিক হয়ে গেছে—এইবার তাদের উড়বার পালা—ঠিক এমনি সময়ে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রণব আর প্রশান্ত তাদের কাছে উপস্থিত।

সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে মানসমোহনের আর বিস্ময়ের সীমা নাই। বল্লে—"ভাগ্যিস্, ঠিক সময়ে আপনারা এসে পড়েছেন,—আর একটু দেরী হলেই আর আমাদের পেতেন না। আমাদের কল ঠিক হয়ে গেছে,—এক্ষুণি আমরা উড়বার বন্দোবস্ত করছিলাম।"

কথায় কথায় মানসমোহন বল্লে, "পরশু দিন আমরা যখন আফ্‌গানিস্থানের দিকে যাই হঠাৎ একটু জলের দরকার হওয়ায় আমরা মাঠের মাঝে আমাদের এরোপ্লেন নামাই। একটা ছোট বাড়ী দেখে সেখানে জলের সন্ধানে যাই। দুজন আফ্রীদি সেখানে ছিল। একজন দেখলাম মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে। সে ব্যাটা আমাদের দেখে একটা ছোরা নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে তেড়ে এল। জাফর খাঁ এই দেখে চালালো তার বন্দুক, এক গুলিতেই বোধ হয় গেল লোকটা খতম হয়ে। আমরা তৎক্ষণাৎ এরোপ্লেন ছেড়ে দিলাম।"

এইবার ব্যাপারটা জলের মত প্রণবদের কাছে সোজা হয়ে গেল। তারা এতক্ষণ পরে বুঝতে পারল কেন সেই আক্রীদির দল তাদের তাড়া করে এসেছিল। তারা আশ্রয়প্রার্থী হয়ে যে-বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছিল—তার কিছু আগেই যে মানসমোহনরা সেই বাড়ীতেই এসেছিল—সে বিষয়ে আর কোন ভুল নাই। যে লোকটাকে তারা নিহত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল সেটাও যে জাফর খাঁরই কীর্ত্তি তাও আর এখন বুঝতে তাদের বাকী রইল না।

তাদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে মানসমোহন আর জাফর খাঁ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

জীবন্ত কঙ্কালের কথা শুনে জাফর খাঁ বল্লে—"সর্ব্বনাশ, আপনারা তবে 'পিল্‌পিল্লার' খপ্পরেও পড়েছিলেন—?"

"পিল্‌-পিল্লা? সে আবার কি—" গভীর বিস্ময়ে মানসমোহন জিজ্ঞাসা করল।

"পিল্‌-পিল্লা হচ্ছে একটা দুরন্ত উন্মাদ। দেখতে একটা কঙ্কালের মত,—দুর্দ্দান্ত হিংস্র স্বভাব তার। তাকে ভয় না করে এমন লোক এ তল্লাটে নাই। কখন কোথায় থাকে, হঠাৎ কোন্ মুহূর্ত্তে কাকে

প্রমাণ করে কিছুই ঠিক নাই,—এর বেশী আমি আর কিছুই জানি না।”

স্তম্ভিত হয়ে প্রণব প্রশান্ত আর মানস জাফরের কথাগুলি শুনছিল।

আকাশের কোল দিয়ে উড়োজাহাজ ছুটে চলেছে করাচীর পথে। সেখান থেকে প্রণবরা ট্রেনে কলকাতায় ফিরবে।

প্রণব একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেলে প্রশান্তকে বল্লে—“আমাদের অভিযান শেষ হলো এইখানেই—এতক্ষণ হয়তো প্রভাত আর প্রফুল্ল বর্ম্মার সীমান্ত পেরিয়ে চীন রাজ্যে গিয়ে পৌঁছেছে।”

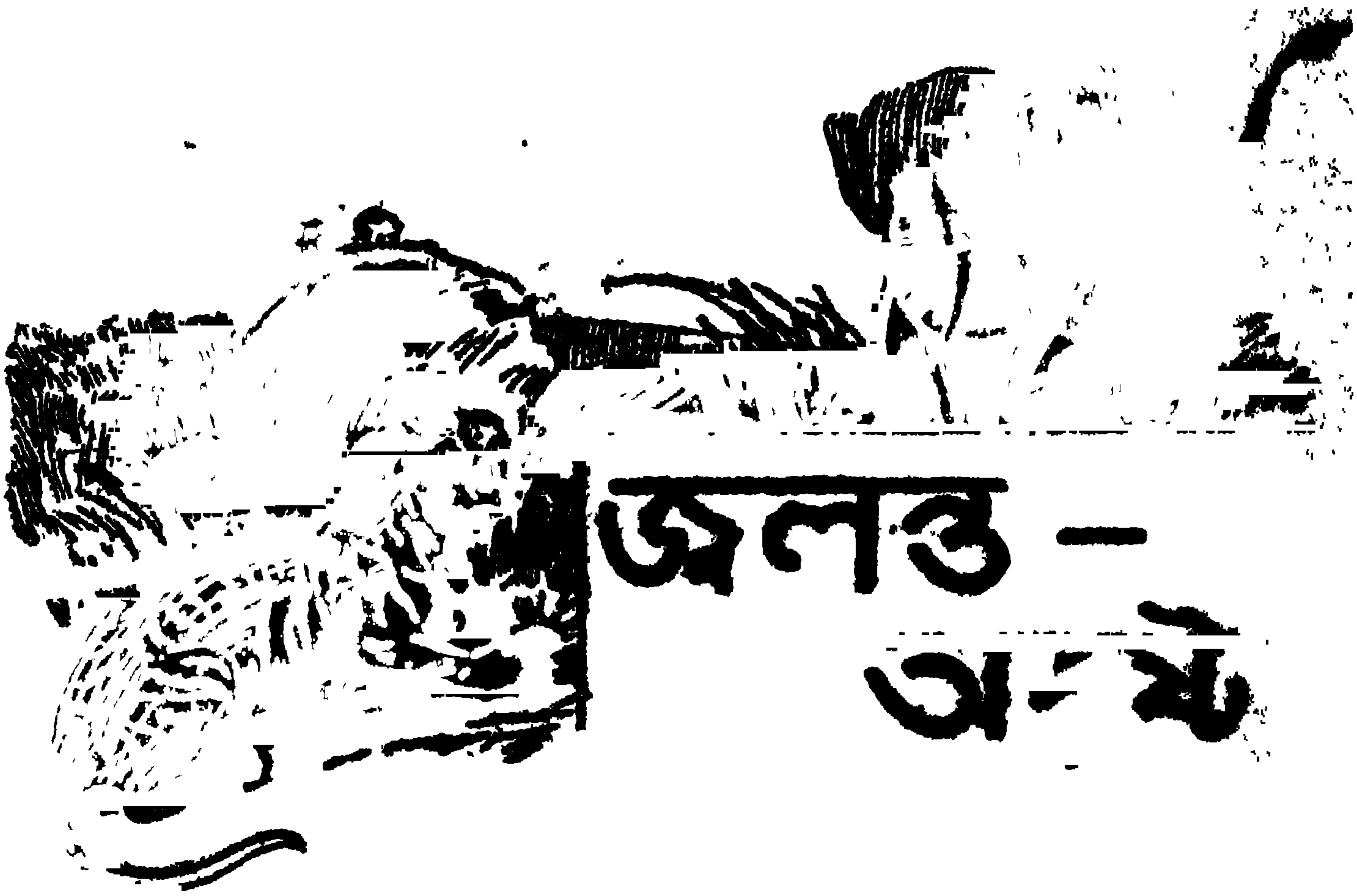

জ্বলন্ত — অক্ষি

এক

পার্ব্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের শেষে আরম্ভ হয়েছে বিখ্যাত লুসাই পাহাড়ের শ্রেণী।

সন্ধ্যা হয় হয়—ঠিক এমনি সময়ে প্রভাত আর প্রফুল্ল—এই লুসাই পাহাড়ের কাছে এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল।

সারাদিন তারা ক্রমাগত সাইকেল চালিয়ে পরিশ্রান্ত, আর তা' ছাড়া সন্ধ্যার অন্ধকারে আর ভালো করে পথও দেখা যাচ্ছে না। যদিও তাদের সঙ্গে সাইকেলের আলো আর টর্চ্চ বাতি আছে,—তবুও এখন আর এই পাহাড়ী জঙ্গলের পথে এগুনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

প্রভাত বল্লে—"প্রফুল্ল, আমাদের আন্দাজ তো ঠিক হোল না। ভেবেছিলাম সন্ধ্যার আগেই আমরা ফুংলু গ্রামে এসে পৌঁছাব, কিন্তু কোথায় সে গ্রাম ?"

প্রফুল্ল উত্তর দিল—"আমরা পথ ভুল করি নাই তো ? আগরতলায় যে রকম পথের নির্দ্দেশ পেয়েছিলাম —আমরাও তো সেই ভাবেই সাইকেল চালাচ্ছি,—বিকাল বেলাইতো আমাদের ফুংলু গ্রামে পৌঁছবার কথা। কিন্তু এ কোথায় এলাম ?"

প্রভাত একটু ভেবে বল্লে—"হয়তো পথ ভুলই আমরা করেছি। বেলা তিনটা আন্দাজ আমরা নদীর ধারে যে দু-মুখো রাস্তাটা পেয়েছিলাম, তারই দক্ষিণ পথে যেতে আমরা হয়তো উত্তর মুখে এসে পড়েছি।"

"সর্ব্বনাশ, এই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে পথ ভুল করাটাতো সাংঘাতিক ব্যাপার প্রভাত। এখন উপায় ?" বিচলিত কণ্ঠে প্রফুল্ল বল্লে।

"সেটাতো আমিও বুঝতে পারছি প্রফুল্ল। শুধু জঙ্গল হলেও চলত,—দুনিয়ার যত হিংস্র জানোয়ার এই জঙ্গলে অবাধে বিচরণ করে। যে কোন মুহূর্ত্তে আমাদের প্রাণ সংশয় হতে পারে। আর এখন যে ফিরে আবার ঠিক পথ ধরব তারও কোনও সম্ভাবনা নাই—কাজেই—"

প্রভাতের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই—ভীষণ একটা শব্দে দু'জনেই হঠাৎ চম্‌কে উঠল।

"ওটা কি প্রভাত?" গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করল।

"বাঘ!!" কথাটা উচ্চারণ করতেও প্রভাতের গলা যেন শুকিয়ে আস্‌ছিল।

আবার, আবার! ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে সমস্ত পাহাড় আর জঙ্গল যেন থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। এবার মনে হোল গর্জ্জনের শব্দটা যেন একটু কাছে এগিয়ে এসেছে।

প্রভাত চাপা-গলায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বল্লে—"আর দেরী করে কাজ নাই প্রফুল্ল, এস সামনের এই গাছটাতে আমরা চট্‌পট্ উঠে পড়ি। সাইকেল দুটো গাছের নীচে থাক্। আগে এখন নিজেদের প্রাণ বাঁচানো দরকার।"

আবার সেই প্রাণ-কাঁপানো বিকট হুঙ্কার। এবার আরো কাছে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রভাত আর প্রফুল্ল সামনের একটা ঝাঁকড়া গাছে উঠে পড়ল, আর ঠিক সেই সময়ে প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে প্রকাণ্ড এক বাঘ সাইকেল দুটোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ঝন্-ঝনাৎ-ঝন্-ঠন্-ঠন্-টুং-টাং। বাঘটা সাইকেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল দুটো মাটিতে পড়ে গেল। সাইকেল পড়ার শব্দ আর ঘণ্টার ধ্বনি মিলিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ শোনা গেল।

হঠাৎ আচম্‌কা শব্দ কাণে যেতেই বাঘটা বোধ হয় থাম্‌কে গেল,—সেও তৎক্ষণাৎ আবার এক লাফে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রভাত একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"যাক্, খুব ভাগ্যিস আমাদের দেখ্‌তে পায় নাই। ওঃ কী জাঁদ্‌রেল বাঘ ওটা। আমাদের দেখ্‌তে পেলে নিশ্চয় ব্যাটা আমাদের তাক্ করে' লাফ মারত। এসো হে প্রফুল্ল, আমরা আর একটু উপরে উঠে বসি। বাঘ কিন্তু অনেক উঁচু পর্য্যন্ত লাফাতে পারে।"

প্রভাত আর প্রফুল্ল গাছের অনেকখানি উঁচুতে উঠে বসল। আজ রাতটা এখানে বসেই কাটাতে হবে।

দুই

"এ আবার কি ফ্যাসাদে পড়া গেল প্রভাত, কোথায় ঝুংলু গ্রামের এক সরাইখানায় দিব্যি নিশ্চিন্তে রাত কাটাব, তা না এই বিপদসঙ্কুল শ্বাপদপূর্ণ জঙ্গলে এসে

প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে প্রকাণ্ড এক বাঘ সাইকেল ছুটোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

হাজীর হলাম,—ওঃ—অদৃষ্টের কি পরিহাস!" দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে প্রফুল্ল বল্লে।

প্রভাত একটা গাছের ডালে ভালো করে' হেলান দিয়ে বসে বল্লে—"আজ রাতটা এই ভাবেই বসে কাটিয়ে দিতে হবে প্রফুল্ল,—এ ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় দেখ্‌ছি না। উঃ, ওই জাদ্‌রেল কেঁদো বাঘটার হাত থেকে খুব রেহাই পাওয়া গেছে, বাপ্‌রে, যেমনি তার আকার তেমনি তার হুঙ্কার।"

দুটো রাইফেল তাদের দু'জনের পিঠে বাঁধা।

প্রফুল্ল বল্লে—"টোটা-ভরা রাইফেল আমাদের সঙ্গে আছে। সহজে যে আমাদের কেউ কাবু করতে পারবে বলে মনে হয় না।

—"ওটা তোমার মস্ত ভুল প্রফুল্ল। সাম্‌না-সামনি কোন জন্তু তেড়ে এলে না হয় তাকে গুলি করবার সময় পাব, কিন্তু কোন্ দুর্দ্দান্ত জন্তু কখন কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে ঝোপ ঝাপ্ আড়াল থেকে—সম্পূর্ণ আমাদের অজান্তে, ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে—তা' কে বল্‌তে পারে। সর্ব্বদা আমাদের চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে হুঁসিয়ার হয়ে থাক্‌তে হবে। এদিককার জঙ্গল অতি মারাত্মক

প্রভাত এই কথা বলে তার বেল্ট থেকে টর্চ্চ বাতিটা খুলে হাতে করে' বসল।

"উঃ, কি কামড়াচ্ছে প্রভাত, শীগ্‌গির বাতিটা জ্বালো, হাঁটুর এ জায়গাটা ভীষণ জ্বল্‌ছে—"

প্রফুল্লের কথা শোনবামাত্র প্রভাত খুট্‌ করে বাতিটা জ্বেলে ফেল্ল—"আরে সর্ব্বনাশ, এদিকে সরে' এসে বোসো প্রফুল্ল,—একেবারে যে পিঁপড়ের ডিপোর মধ্যে বসে আছ।"

প্রফুল্ল টর্চ্চের আলোতে দেখ্‌তে পেল অসংখ্য বড় বড় লাল পিঁপড়ে বেপরোয়াভাবে তার পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে অন্য একটা ডালে এসে বসল। ওঃ, তার হাঁটুটা এখনো ভীষণ ভাবে জ্বল্‌ছে,—ফুলেও উঠেছে অনেকখানি; কি ভয়ঙ্কর বিষাক্ত পিঁপড়ে ওগুলি!

দু'জনে দুটি ডালে হেলান দিয়ে বসেছে। এইভাবেই আজ রাত কাটাতে হবে।

প্রভাত বল্লে "আবার ঘুমিয়ে পড়োনা যেন প্রফুল্ল, তা হলেই ঝুপ্‌ করে' নীচে পড়ে যাবে। নীচে পড়ে গেলে আর রক্ষা থাক্‌বে না কিন্তু!"

প্রফুল্ল বল্লে "বাপ্‌রে—এত উঁচু থেকে পড়লে হাত পা ভেঙে যে চূর্ হয়ে যাবে—"

তাকে বাধা দিয়ে প্রভাত বল্লে—শুধু হাত পা যদি ভাঙ্‌তো তা হলেতো কথাই ছিল না। আমি ভাব্‌ছি অন্য কথা। হাত পা ভাঙ্‌বার আগেই সব শুদ্ধ হয়তো কোন রাক্ষুসে জীবের পেটের ভিতরই চলে যেতে পারে। দেখ্‌লে না কিছুক্ষণ আগে অপরূপ স্ফুর্ত্তিবাজ মূর্ত্তিখানি। কায়দায় পেলে ওকি আর তোমার আমার মত মানুষকে গিলে ফেল্‌তে পারে না?"

—"আরে ওটা কি প্রভাত! ঐ ত্যাখো, দূরে টর্চ্চের বাতি দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় দু'জন লোক দুটো বাতি জ্বেলে এই দিকে আস্‌ছে, আর আমাদের ভাব্‌না নাই—" প্রফুল্ল উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠ্‌ল।

প্রভাত লক্ষ্য করে দেখল বাস্তবিকই কিছু দূরে ঝোপের আড়ালে দুটো আলোর মত কি জিনিষ যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আস্‌ছে।

প্রভাত আর প্রফুল্ল দু'জনেই একসঙ্গে টর্চ্চ জ্বেলে ঐ ঝোপ লক্ষ্য করে' আলো ফেল্ল।

ওরে সর্ব্বনাশ! প্রভাত আর প্রফুল্ল দু'জনেই এক সঙ্গে শিউরে উঠল।

টর্চ্চের তীব্র আলো ঝোপের উপর পড়তেই তারা দেখল প্রকাণ্ড এক বাঘ পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে।

টর্চ্চের আলো মুখে পড়তেই বাঘটা আচমকা ভয় পেয়ে ভীষণ হাল্লুম করে ভয়ঙ্কর এক লাফ দিয়ে গহন বনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রভাত গম্ভীর হয়ে বল্লে—"দ্যাখো প্রফুল্ল, আমরা এই বনে এসেছি,—এ খবরটা জানোয়ার রাজ্যে রটে গেছে। আমরা যেমন দূর থেকে বাঘের কিম্বা বুনো জানোয়ারের গন্ধ পাই, মানুষের গন্ধও তেমনি জানোয়ারদের নাকে যায় —আর তাদের জিভ দিয়ে লাল ঝরতে থাকে। কাজেই খুব সাবধান! আবার আমি বলছি, যে কোনমুহূর্ত্তে আমরা বিপদে পড়তে পারি। আমার মনে হচ্ছে, যে বাঘটা প্রথম আমাদের আক্রমণ করতে এসেছিল, সেটাই আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুযোগ পেলেই টুঁটি টিপে ধরবে।"

"রোসো প্রভাত, আমরা যে সম্পূর্ণ নিঃসহায় ও অস্ত্রহীন নই, সে কথা জানোয়ার রাজ্যে একবার ভালো করে জানিয়ে দিই।" এই বলে প্রফুল্ল তার রাইফেলটা তুলে ধরে শূন্যে একবার গুলি ছুঁড়ল।

বন্দুকের শব্দে সমস্ত পাহাড় আর বন গম্ গম্ করে' উঠল।

তিন

রাত ক্রমে গভীর হয়ে আস্ছে। গাঢ় অন্ধকারে পরিপূর্ণ নিবিড় জঙ্গল।

পাছে ঘুমিয়ে পড়ে এই আশঙ্কায় প্রভাত আর প্রফুল্ল নানারকম গল্প ফেঁদে বসেছে, কিন্তু তবু মাঝে মাঝে চোখের পাতা কে যেন জোর করে চেপে ধরছে,—নিজেদের অজান্তেই নিজেরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে।

প্রভাত বল্লে—"প্রফুল্ল অর্দ্ধেকটা রাত আমরা কাটিয়ে দিয়েছি, আর বাকী রাতটুকু কোন রকমে জেগে কাটাতে পারলেই বাঁচা যায়।"

প্রফুল্ল এর উত্তরে যেন কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। হঠাৎ গাছটা ভীষণ ভাবে কেঁপে উঠল।

—"এ কি ভূমিকম্প নাকি? ভাগ্যিস্ হাতের কাছে এই ডালটা ধরে' ফেলেছিলাম নইলে হয়েছিল আর কি। এক্ষুনি টাল সাম্লাতে না পেরে হুম্ড়ি খেয়ে নীচে পড়ে' যেতাম।" প্রফুল্ল ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বল্ল।

গাছটা তখনো মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

প্রভাত বল্লে—"ব্যাপারটা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে,

না প্রফুল্ল, দাঁড়াও একবার দেখি!" এই বলে সে টর্চ্চের আলো নীচের দিকে ফেল্ল।

"হাতী, হাতী, একটা মস্ত হাতী বড় আরামে গাছের গুঁড়িতে পিঠ চুলকাচ্ছে। তাতেই এই বিপর্য্যয় কাণ্ড।" প্রভাত চাপা গলায় বল্লে।

"ওঃ সর্ব্বনাশ, গাছের থেকে একবার হড়কে পড়লেই হয়েছিল আর কি—একেবারে বুনো হাতীর খপ্পরে। উঃ—কি ভাগ্যিস্ সামনের এই ডালটা ধরে ফেলেছিলাম।" কাঁপতে কাঁপতে প্রফুল্ল উত্তর দিল।

তীব্র টর্চ্চের আলো মুখের উপর পড়তেই হাতীটা শুঁড় তুলে অবাক্ হয়ে একবার উপরের দিকে তাকালো—তারপর আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তিনগুণ জোরে গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঘষতে লাগল।

—"আরে এ যে বেজায় উৎপাত সুরু করে' দিল প্রভাত, গাছের উপর একরকম ভাবে জবুথবু হয়ে কষ্ট করে' বসে আছি,—তাও ব্যাটার যেন সহ্য হচ্ছে না। দেব নাকি ব্যাটার মাথাটা ফুটো করে' রাইফেলের গুলিতে।" উত্তেজিত হয়ে প্রফুল্ল বল্লে।

প্রভাত গাছের ডালটা ভালো করে আঁকড়ে ধরে' বল্লে "নাহে প্রফুল্ল, এ ভাবে টোটা আর নষ্ট কোরোনা,

—যে জায়গায় আমরা এসে পড়েছি, তাতে যথেষ্ট টোটা আমাদের সঙ্গে মজুত থাকা দরকার। নেহাৎ আত্মরক্ষা করা ছাড়া অন্যভাবে আর গুলি নষ্ট করে' কাজ নাই।"

প্রফুল্ল বিরক্ত হয়ে বল্লে "জানোয়ারটা যে ভাবে আরামে পিঠ চুলকাচ্ছে,—তাতে ব্যাটা যে শীগ্‌গির এখান থেকে নড়বে বলে মনে হচ্ছে না। এদিকে যে আর স্থির ভাবে বসে থাকাও কষ্টকর ব্যাপার। কখন যে হাত হড়কে নীচে পড়ে যাই, বলা যায় না।"

একটু ভেবে নিয়ে প্রভাত বল্লে "দাঁড়াও, এক কাজ করা যাক্,—তুজনে মিলে আমরা চীৎকার জুড়ে দেই,—আর মাঝে মাঝে টর্চ্চের আলো হাতীটার মুখের উপর ফেলি—। দেখি ওষুধ ধরে কিনা!"

—"হৈ হৈ—হো-হো হোয়াক্, হোয়াক্ হু-হুর—হো—হুম্-হুম্-হো"—

প্রভাত আর প্রফুল্ল তুজনে মিলে একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে চীৎকার জুড়ে দিল,—আর খুট্ খুট্ করে' মাঝে মাঝে টর্চ্চের আলো হাতীটার মুখের উপর ফেল্‌তে লাগ্‌ল।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্যে হাতীটা মোটেই প্রস্তুত ছিল না, দিব্বি আরামে সে পিঠ ঘষ্‌ছিল। হঠাৎ

বিকট চীৎকার শুনে আর আলোর ঝিলিক্ দেখে হাতীটা বোধ হয় ভয় পেল। সে তখন আরামের পিঠ চুলকান ছেড়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে পাহাড়ের দিকে চলে গেল।

প্রভাত হাসতে হাসতে বল্লে—"ফন্দিটা এত সহজেই ফলে যাবে ভাব্‌তে পারি নাই। ভাগ্যিস্ বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল।—"

প্রফুল্ল আবার বেশ ভালো করে ডালের উপর গদীয়ান হয়ে বসে বল্লে "তোমার বুদ্ধিকে বিশ্বাস করি বলেই—এখন পর্য্যন্ত উৎসাহে ভাটা পড়ে নাই—দারুণ সঙ্কটের মধ্যেও খুব বেশী বিচলিত হই না। তোমার বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, ধৈর্য্য আছে সংযম আছে,—আর সকলের উপরে আছে আত্মবিশ্বাস,—সেটা ভালো ভাবে জানি বলেই এই দুঃসাহসিক অভিযানে তোমার সঙ্গে বের হয়েছি।"

আত্ম-প্রশংসায় সঙ্কুচিত হয়ে প্রভাত বল্লে "ও সব বাজে কথা যাক্ প্রফুল্ল, দেখতো তোমার হাতঘড়িতে কটা বেজেছে,—আমার ঘড়িটা হঠাৎ কেন জানি বন্ধ হয়ে গেছে।"

প্রফুল্ল টর্চ্চের আলোতে তার ঘড়িটা দেখে বল্লে "রাত—৪টা বেজে ২৭ মিনিট হয়েছে—।"

—"আর এক ঘণ্টা কোন রকমে কাটাতে পারলেই অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ছয়টা বাজবার আগেই দিনের আলো ফুটে উঠ্‌বে। আমরা তখন স্বচ্ছন্দে গাছ থেকে নাম্‌তে পারব।—" প্রভাত বল্লে।

চার

চারিধারে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। পাখীদের কূজন-কোলাহলে সমস্ত বন মুখরিত।

তাড়াতাড়ি গাছের থেকে নাম্‌তে গিয়ে প্রফুল্ল অতঙ্কে চীৎকার করে' উঠ্‌ল—"প্রভাত, সর্ব্বনাশ, নামব কি করে'— ?"

—"কেন কি হোলো প্রফুল্ল, গাছের গুঁড়িটা বেয়ে নেমে পড় চট্‌পট্‌— ।" ডাল ধরে নীচের দিকে নামতে নামতে প্রভাত বল্লে।

—"গাছের গুঁড়ি বেয়ে নাম্‌তে গেলে প্রাণের মায়াটি ছাড়তে হয়। ঐ ছাখো গাছের গুঁড়িতে জড়িয়ে আছে মস্ত এক সাপ। বোধ হয় অজগর।" বড় বড় নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে প্রফুল্ল বল্ল। বুক তার তখনো ঢিপ ঢিপ্‌ করছে।

—"এ্যা, বল কি প্রফুল্ল! পাতার আড়াল সরিয়ে গুঁড়ির দিকে চেয়ে প্রভাতও চমকে উঠ্‌ল। "উঃ, কি রাক্ষুসে সাপ। গাছের গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরে ঐ ত্থাখো মিট্‌ মিট্‌ করে' আমাদের দিকে তাকাচ্ছে।"

—"আমিতো প্রথমে ওটাকে সাপ বলে চিন্‌তেই পারি নাই। গাছের শিকড় ভেবে ওর গায়ে পা দিয়েছিলাম আর কি! ভাগ্যিস্‌ হঠাৎ ওর মুখটা আমার নজরে পড়েছিল।" সভীত কণ্ঠে প্রফুল্ল উত্তর দিল।

গাছের গুঁড়ি বেয়ে আর নামা চল্‌বে না। প্রভাত বল্লে—"এস এক কাজ করা যাক্‌। ডাল ধরে আমরা ঝুলে নেমে পড়ি। সাপটা যে ভাবে আমাদের দিকে দুষ্টুমি ভরা চোখে মিট্‌ মিট্‌ করে' তাকাচ্ছে—হঠাৎ আক্রমণ করাও বিচিত্র নয়। তা হলে কিন্তু অবস্থা হবে অতি সঙ্কটজনক।"

এই বলে প্রভাত একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়'ল, তারপর দিল এক লাফ। প্রফুল্লও তাকে অনুসরণ করল। হঠাৎ শিকার হাত ছাড়া হয়ে যাওয়াতে সাপটা যেন একটু ক্ষুব্ধ হোলো, সে মুখ ঘুরিয়ে বারে বারে নীচের দিকে প্রভাত আর' প্রফুল্লের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাতে লাগ্‌ল আর তার লক্‌লকে জিভ্‌ বের করতে লাগ্‌ল।

সাইকেল দুটো একটু দূরে মাটির উপর পড়েছিল।

প্রভাত বল্লে—"আর দেরী করা উচিত নয়, চল তাড়াতাড়ি আমরা এবার ফিরে গিয়ে ঠিক পথ ধরি; ফুংলু গ্রাম পেলে আমরা আসল পথ ধর্‌তে পারব।"

সাইকেলের কাছে এসে প্রভাত আর প্রফুল্লের তো চক্ষু স্থির। সাইকেল দুটো তুব্‌ড়ে দুম্‌ড়ে একাকার, একেবারে অচল।

এই দৃশ্য দেখে প্রফুল্ল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়'ল—"একি হোল প্রভাত, সাইকেলগুলির এ দুর্দ্দশা করল কে? বাঘটা কাল রাত্রে সাইকেল দুটোর উপর যখন লাফিয়ে পড়েছিল, তখনই বোধ হয় এই কাণ্ড ঘটেছে।"

প্রভাত বল্লে—"বাঘের চাপে সাইকেলগুলো এমন তাল-গোল পাকিয়ে যেতে পারে না। আমার মনে হচ্ছে, কালকের বুনো হাতীটার কীর্ত্তি এটা। গাছের গুড়িতে যখন ব্যাটা পিঠ চুলকাচ্ছিল তখনই এই কাণ্ড করে থাক্‌বে। দেখ্‌ছ না—সাইকেলগুলো কেমন থেঁতলে দিয়েছে পায়ের চাপে।"

—"এখন উপায় প্রভাত, সাইকেলের ভরসাতেই পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম,—এখন বাধ্য হয়েই সে

সঙ্কল্প ত্যাগ করতে হবে, পায়ে হেঁটে আর কতদূর যাওয়া যায়? নিরাশ হয়ে এই কথাগুলি প্রফুল্ল বল্লে।

আমাদের আবার নূতন সাইকেল জোগাড় করতে হবে, এই পৃথিবী ভ্রমণের সঙ্কল্প আর ত্যাগ করা হবে না। এখন হঠাৎ এ অবস্থায় দেশে ফিরে গেলে বিশেষ লজ্জার কথা হবে প্রফুল্ল। চল আপাততঃ পায়ে হেঁটেই ফুংলু গ্রামের দিকে যাই।" প্রভাত গম্ভীর হয়ে বল্লে।—

দরকারী জিনিষ পত্র যা সাইকেলে বাঁধা ছিল, হাতীর পায়ের চাপে তাদের দুর্দ্দশার একশেষ। খাবারদাবার গুলিও বিলকুল নষ্ট হয়ে গেছে।

জিনিষগুলি এইভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়াতে প্রফুল্লের আর দুঃখের শেষ নাই।

প্রভাত বল্লে, "যা গেছে, তার জন্যে আর কোন দুঃখ করে লাভ নেই প্রফুল্ল,—এখন চল তাড়াতাড়ি এই বিপ্ন-সঙ্কুল স্থান থেকে প্রাণে প্রাণে সরে পড়ি। সাইকেল যখন নেই, তখন বিপদে পড়লে তাড়াতাড়ি পালাতেও পারব না। সম্বল আমাদের এখন রাইফেল দুটো, টর্চ্চ, আর বেল্টে-বাঁধা কিছু কিছু জিনিষ।"

প্রভাত যেই পথ চল্‌তে যাবে পিছন থেকে তার হাত

জ্বলন্ত অদৃষ্ট—

খাঁড়ার মত শিং নীচু করে ঝড়ের বেগে তেড়ে এলো,

ধরে' থামিয়ে প্রফুল্ল বল্লে "ঐ ছাখো ঝোপের আড়ালে ঠিক আমাদের পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছে কে ?"

মস্ত এক বুনো মোষ লাল-লাল চোখে শিং বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পথ জুড়ে, আর মাঝে মাঝে ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ করে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ছে।"

মোষটাকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবার জন্যে প্রভাত হাততালি দিয়ে 'হৈ হৈ' করে' চীৎকার করে' উঠ্‌ল— আর সঙ্গে সঙ্গে মোষটা খাঁড়ার মত শিং নীচু করে' আগুণের মত নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে ঝড়ের মত ছুটে গেলো প্রভাত আর প্রফুল্লের দিকে।

প্রভাত আর প্রশান্ত প্রাণের ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো জঙ্গলের দিকে।

পাঁচ

ফিরে দাঁড়িয়ে যে মোষটাকে গুলি করবে সে অবসর টুকুও আর পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রভাত তেমনি ভাবে ছুট্‌তে ছুট্‌তে একবার ফিরে তাকাল, তারপর আরো দ্বিগুণ বেগে ছুট্‌তে সুরু করে' দিয়ে প্রফুল্লকে বল্ল—"আরো জোরে দৌড়াও

প্রফুল্ল, একটা নয়,—একপাল মোষ আমাদের তাড়া করেছে।”

—“এ ভাবে দৌড়ে আমরা ওদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌ব না,—প্রায় আমাদের ধরে ফেল্লে বলে। এস, আমরা সামনের ঐ পাথরগুলোর আড়ালে নল-খাগ্‌ড়ার ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দেই।”

প্রফুল্লর যুক্তিটা মন্দ নয়। প্রভাত বল্লে “তাই চল প্রফুল্ল, মস্ত মস্ত নলগাছের ঝোপ রয়েছে সাম্‌নে,—ওর ভিতর ঢুকে পড়লে অনেকটা নিরাপদ হওয়া যায়।” কিছু দূরেই একটা ছোট পাহাড়ের ধারে ঘন নল-খাগ্‌ড়ার জঙ্গল। এক একটা গাছ তুই তিন মানুষের সমান উঁচু।

প্রাণের ভয়ে ছুটতে ছুট্‌তে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে তুই বন্ধু সেই ঝোপের ভিতর ঢুকে পড়ল।

প্রফুল্ল বল্লে—“এইবার একবার এখান থেকে গুলি ছুঁড়ি মোষের পালকে লক্ষ্য করে।”

প্রভাত বাধা দিয়ে বল্লে—“না-না, প্রফুল্ল ওকাজ কর্‌তে যেওনা। আমাদের এখন আর ওরা খুঁজে পাবে না। ঐ ত্যাখো, ওরা সামনের দিকে ছুটে চলে যাচ্ছে। মিছামিছি আর ওদের ঘাঁটিয়ে কাজ নাই। যদি কোন

রকমে টের পায় আমরা এই ঝোপের মধ্যে এসে লুকিয়েছি, তবে কিন্তু আবার আক্রমণ করবে। সকলে মিলে এই নল-খাগ্ড়ার বন লণ্ডভণ্ড করে' আমাদের তালাস করবে। বাঘের চেয়েও ওরা দুর্দ্দান্ত, সাপের চেয়েও ওরা হিংস্র। কাজেই ওদের এখন নির্ব্বিঘ্নে চলে যেতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

মোষের পাল বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর প্রভাত আর প্রফুল্ল ঝোপ থেকে বের হয়ে এলো।

তাদের সারা গায়ে তখনো দর্‌দর্ করে ঘাম ঝরছে। প্রবল উত্তেজনায় সমস্ত শরীর থর্ থর্ করে কাঁপছে।

প্রফুল্ল বল্লে "এইবার ফিরে চল প্রভাত, আর দেরী করে কাজ নাই। এই জঙ্গলের মধ্যে বেশীক্ষণ থাকা আর মোটেই নিরাপদ নয়।"

"তাই তো আমিও ভাব্‌ছি প্রফুল্ল! কিন্তু ফিরব কোথায়! এতক্ষণ প্রাণের ভয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে কোথায় যে এসে পড়েছি কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। চারিধারেই ঘোর জঙ্গল, অগণন পাহাড়ের শ্রেণী। কোন্‌টা যে পথ, কোন্‌টা যে বিপথ, কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারছি না। এমন কি আমরা কোন্ দিক থেকে

যে ছুটে এসেছি সেটাও আন্দাজ করতে পারছি না। তুমি কিছু বুঝ্‌তে পারছ—প্রফুল্ল ?” প্রভাত চিন্তিত হয়ে বল্লে।

প্রফুল্ল নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ। সেও দিশেহারা হয়ে গেছে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সে প্রভাতের মুখের দিকে ছেলেমানুষের মত তাকিয়ে রইল।

প্রভাত বল্লে—“এত সহজেই হতাশ হয়ে গেলে চলবে না। এস, এক কাজ করা যাক। উঁচু একটা গাছে উঠে চারিধারে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখি যদি পথের কোন সন্ধান পাওয়া যায়।”

“তুমি নীচে দাঁড়াও, আমি ঐ উঁচু শাল গাছটায় উঠে একবার দেখি—কিছু ঠাহর করা যায় কি না।” এই বলে প্রফুল্ল সামনের একটা শালগাছে উঠ্‌তে লাগল।

“কি দেখছ প্রফুল্ল!” নীচের থেকে প্রভাত চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করল।

ততক্ষণ প্রফুল্ল গাছের একেবারে আগ্‌ডালে উঠে বসেছে। সেও চীৎকার করে উত্তর দিল—“চারিধারে খালি বন আর পাহাড়,—পাহাড় আর বন।” এইটুকু বলেই সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে আবার বলে উঠল—“প্রভাত, প্রভাত, ঐ যে, ঐ যে—অনেক দূরে,—একটা

পাহাড়ের নীচে একটা গ্রামের মত কি জানি দেখা যাচ্ছে।"

প্রভাত গাছের নীচে থেকে জিজ্ঞাসা করল—"কোন্ দিকে?—পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এর কোন্ দিকে গ্রামখানা দেখ্‌তে পাচ্ছ!"

—"তা হলেই তো মুশ্‌কিল, তা কি করে বলি প্রভাত,—কোন্‌টা যে কোন্ দিক, কিছুই ধরতে পারছি না।" প্রফুল্ল উত্তর দিল।

—"দিক ঠিক না করতে পারলে ওদিকে এগুবো কি করে আন্দাজে? আচ্ছা, সূর্য্য এখনো আকাশে বেশী দূর ওঠে নাই—ঠিক করে গ্যাখো দেখি, যে দিকে সূর্য্য আছে তার কোন দিকে গ্রামখানি বলে মনে হচ্ছে।" প্রভাত চেঁচিয়ে বল্লে।

প্রফুল্ল ভালো করে চারিধারে তাকিয়ে দেখে আবার বল্লে "যে দিকে সূর্য্য—গ্রামখানি সেই দিকেই বলে মনে হচ্ছে।"

—"তবে বোঝা গেল গ্রামখানি পূব দিকে। নেমে এসো এবার প্রফুল্ল। ঐ সূর্য্যই হচ্ছে এখন আমাদের দিক্-নির্ণয় যন্ত্র।" প্রভাত বলে উঠল।

ছয়

আকাশের গায়ে সূর্য্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এতক্ষণ প্রভাত আর প্রফুল্ল পথ চলছিল। দুরারোহ পাহাড়ের ধার দিয়ে নিবিড় দুর্গম পথ। ঝোপ জঙ্গল পার হয়ে এগিয়ে চলা দুরূহ কষ্টকর ব্যাপার। তবুও তারা কোন রকমে এতক্ষণ হেঁটে চলছিল লোকালয়ের আশায়।

কিন্তু হায় হায় এ আবার কি হোল! প্রভাত বলে উঠ্‌ল "দেখতো প্রফুল্ল, কি মুশ্‌কিলের ব্যাপার, আকাশটা যে ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠ্‌ল। যে সূর্য্যকে লক্ষ্য করে আমরা এতক্ষণ দিক ঠিক করছিলাম সেই সূর্য্যই যে গেল মেঘের তলায় তলিয়ে। এখন কোনটা পূব, কোনটা দক্ষিণ ধরবার কোন উপায় নাই।"

"আমিও তো সেই কথা ভেবেই অস্থির হয়ে যাচ্ছি প্রভাত। যে কোন প্রকারেই হোক তাড়াতাড়ি এই বাঘা-জঙ্গল থেকে না বেরুতে পারলে আর উপায় নাই। আমি কিন্তু আবার বাঘের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি।" প্রফুল্ল উদ্বেগের সঙ্গে বল্লে।

—"রাইফেলটা প্রস্তুত করে রাখ প্রফুল্ল, ঐ ত্যাখো সামনের ঝোপটা মনে হচ্ছে যেন একটু কেঁপে কেঁপে উঠছে—"

প্রভাতের কথা শেষ হতে না হতে হঠাৎ কি একটা জানোয়ার সামনের ঝোপটা ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এলো।

চোখের নিমিষে রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে প্রফুল্ল যেই জানোয়ারটাকে গুলি করতে গেছে, হঠাৎ তার হাত চেপে ধরে প্রভাত বল্লে "বাঘ নয় প্রফুল্ল, শূয়োর, বন-বরাহ, ওকে আর মেরে কাজ নাই, ঐ ছাখো হঠাৎ সামনে আমাদের দেখতে পেয়ে ভয়ে ও খুর্ খুর্ করে পালাচ্ছে।"

রাইফেলটা আবার কাঁধের উপর তুলে নিয়ে প্রফুল্ল বল্লে "এখন কি করবে প্রভাত! আমি তো কিছুই ভেবে স্থির করতে পারছি না।"

আকাশে মেঘের ঘনঘটা। কালো কালো মেঘের স্তরে সারা আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে এলো। বৃষ্টি আসন্ন।

প্রভাত বল্লে "জোর বৃষ্টি আসছে প্রফুল্ল। ঠায় ভিজে মরতে হবে দেখছি। কোথাও গিয়ে যে একটু আশ্রয় নেব তারও উপায় নাই।" এই পর্য্যন্ত বলেই প্রভাত একটু ঝুঁকে পড়ে পাশে কি যেন দেখল, তারপর বলে উঠ্‌ল "বুনো জন্তুদের চলা-ফেরার একটা পথ

দেখতে পেয়েছি প্রফুল্ল। এস, এখন তাড়াতাড়ি সেই পথ ধরে যতটা পারা যায় এগিয়ে যাওয়া যাক।"

প্রভাত আর প্রফুল্ল হন্‌হন্ করে সেই সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে প্রায় ছুট্‌তে ছুট্‌তেই এগিয়ে চল্ল।

এলো-মেলো বাতাস বইতে সুরু করেছে। চারিধারে ঝরাপাতার শব্দ হচ্ছে 'ঝর্-ঝর্, মর্-মর্।'

প্রভাত বল্লে—"চারিধারে এত শব্দ হচ্ছে যে,—বুনো জন্তুরা আমাদের আশে পাশে কোথায় যে ঝোপে ঝাড়ে চলা ফেরা করছে কিছুই ধরতে পারা যাবে না। তাদের চলাফেরার শব্দ আমাদের কাণে আসবে না এখন। কোথায় কখন যে অতর্কিতে আক্রমণ করবে আমরা টেরই হয়ত পাব না—"

প্রভাতের কথা শেষ হতে না হতে সুরু হোল ঝমাঝম বৃষ্টি। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা তীরের মত এসে শরীরে বিঁধতে লাগ্‌ল।

প্রফুল্ল শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠল—"জামা কাপড় গুলো যে ভিজে যাচ্ছে প্রভাত, মহা মুশ্‌কিলের কথা—"

প্রভাত বল্লে "জামা কাপড়গুলির জন্যে আমি মোটেই ভাব্‌ছি না, আমার ভয় হচ্ছে অন্য কারণে। এই বৃষ্টিতে যদি আমাদের রাইফেলের টোটাগুলি ভিজে যায়

তবেই হবে ঘোর ফ্যাসাদ। এই বিপদ-বহুল শ্বাপদ-সঙ্কুল জঙ্গলে রাইফেল দুটোই আমাদের একমাত্র ভরসা। যে কোন প্রকারেই হোক্ টোটাগুলিকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। ঐ যে কিছুদূরে পাহাড়ের গায়ে একটা ঝাঁকড়া গাছের নীচে কতকগুলি পাথরের স্তুপ দেখতে পাচ্ছি। চল, যদি ওর আড়ালে কোন রকমে আশ্রয় পাওয়া যায়।" এই বলেই প্রভাত এক রকম প্রায় ছুটে চল্ল সেই পাথরগুলির দিকে। প্রফুল্লও প্রভাতের পিছনে পিছনে দৌড় লাগালো।

মস্ত ঝাঁকড়া গাছ—বড় বড় চ্যাটালো পাতা তার। এই পাতা ভেদ করে বৃষ্টির ধারা সহজে নীচে নেমে আসতে পারছে না।

যা হোক, কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। একটা পাথর দুটো পাথরের উপর এমন ভাবে রয়েছে, যে হাঁটু গেড়ে তার নীচে বেশ বসা চলে।

"এইবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। গাছের পাতাগুলো যে রকম বড় বড় আর চ্যাটালো, সহজে আমাদের আর বিশেষ ভিজতে হবে বলে মনে হয় না। যদি এই পাতা ভেদ করেও বৃষ্টি নামে, তবুও আমাদের এখন বিশেষ কোনো ভাব্‌নার কারণ নাই। ঐ

পাথরটার তলায় আমরা হামাগুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্তে বস্তে পারব কিছুক্ষণ। টোটাগুলি ভিজবার আর ভয় নাই এখন।" এই বলে প্রভাত একটু শ্বস্তির নিশ্বাস ফেল্ল।

বৃষ্টি ঝরে পড়ছে মুষলধারে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে ঝোড়ো হাওয়া।

সাত

"কড়্-কড়্-কড়্-কড়াৎ—"

অদূরে জঙ্গলের মধ্যে ভয়ানক শব্দে বাজ পড়ল। প্রভাত আর প্রফুল্ল দু'জনেই ভীষণ রকম চমকে উঠল এই বাজের আতঙ্ককর শব্দে।

"উঃ, কী ভয়ঙ্কর শব্দ, কাণের পর্দ্দা ফেটে যাবার জোগাড়",—এইটুকু বলেই রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রফুল্ল আবার বলে উঠল "ঐ দ্যাখো প্রভাত, মস্ত এক হাতী পাহাড়ের উপর থেকে ঝড়ের মত নেমে আসছে আমাদের দিকে শুঁড় তুলে।"

চকিতের মধ্যে সেই দিকে তাকিয়ে প্রভাত বলে উঠল—"সাব্ধান প্রফুল্ল, রাইফেলটা ঠিক করে বাগিয়ে ধর—হাতীটা বোধ হয় আচমকা বাজের শব্দে ভয় পেয়ে

ছুটে এদিকেই আস্‌ছে। আরে সর্ব্বনাশ! প্রফুল্ল আর রক্ষা নাই, শুধু একা নয়, একা নয়, ঐ ছাখো তার পিছনে আস্‌ছে আরো ছোট বড় অগুন্‌তি হাতী।"

"এস আমরা তাড়াতাড়ি এই গাছটায় উঠে আত্মরক্ষা করি, রাইফেলের গুলিতে আমরা এতগুলি হাতীর বিশেষ কিছুই করতে পারব না, শুধু ক্ষেপিয়ে তুলব মাত্র। এস, চট্‌পট্‌ আমরা এই গাছটায় উঠে পড়ি—" এই বলে প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি গাছে উঠতে গেল।

কিন্তু এ গাছে ওঠা সহজ কথা নয়। নীচে ডাল পালা এমন কিছুই নেই যে তাই ধরে উপরে ওঠা যায়—তার উপর বৃষ্টির জলে গাছের গুঁড়িটা হয়েছে ভয়ানক পিছল। খানিকটা উপরে উঠে প্রফুল্ল হড়্‌কে আবার নীচে পড়ে গেল।

ওদিকে হাতীর পাল প্রায় এসে পড়েছে।

"আর উপায় নাই প্রফুল্ল,—এই বৃষ্টির মধ্যে এখন ছুটে পালানোও অসম্ভব; গাছেও চট্‌ করে উঠতে পারা যাবে না। চল ঐ পাথরটার আড়ালে—ঐখান থেকে আমরা ওদের তাগ করে' গুলি চালাই,—এ ছাড়া এখন অন্য কোন্‌ পন্থা দেখতে পাচ্ছি না।"

সেই পাথরগুলোর পাশে একটা সুবিধা মত জায়গায় দুই বন্ধু তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়াল।

সামনের হাতীটা ছুটতে ছুটতে এসে কিছু দূরে থমকে দাঁড়াল; তারপর শুঁড় তুলে তার কুৎকুতে চোখ মেলে দুই বন্ধুকে একবার ভালো করে দেখে নিল, তারপর একবার বিকট গর্জ্জন করে তেড়ে এলো প্রভাতদের দিকে,—তার পিছনে পিছনে ছুটে আসতে লাগল সেই মত্ত হাতীর পাল।

"চালাও গুলি প্রফুল্ল, সামনের হাতীটার কপাল লক্ষ্য করে—"এই বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতও গুলি চালাল।

"দুরুম—দু-উ-ম্—দুরুম্ দু-উ-ম্"।

প্রভাত আর প্রফুল্লের অব্যর্থ হাতের সন্ধানে রাইফেলের গুলি ছুটে গিয়ে লাগল প্রথম হাতীটার কপালে। আচম্বিতে আহত হয়ে হাতীটা মুখ থুব্‌ড়ে একবার মাটিতে বসে পড়ল, তারপর আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ভীম গর্জ্জনে প্রবল বেগে আবার আক্রমণ করল প্রভাত আর প্রফুল্লকে। পিছনের হাতীর পাল থমকে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগল। তারা আর এগোতে ভরসা পেল না।

এর ভিতর দুই বন্ধু আবার রাইফেলে গুলি ভরে নিয়েছে।

আহত ক্ষিপ্ত হাতীটা প্রতিশোধ নেবার জন্যে আবার ভয়ঙ্কর ভাবে তেড়ে আসতে লাগলো,—আবার দুই বন্ধু যেই গুলি চালাতে যাবে ঠিক এমনি সময়ে ঘট্‌ল এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার!

পাশের এক ঝোপ থেকে অতর্কিতে প্রকাণ্ড এক বাঘ প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে পড়ল সেই আহত হাতীটার ঘাড়ের উপর।

এই দৃশ্য দেখে পিছনের হাতীর পাল গাছপালা ভেঙ্গে হুড়মুড় করতে করতে যে যেদিকে পারল পালাল ছুটে।

বাঘে হাতীতে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেছে। দুজনের তর্জ্জনে গর্জ্জনে চারিধার বারে বারে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

প্রভাত বল্লে,—"প্রফুল্ল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখা উপভোগ্য হলেও, মোটেই নিরাপদ নয়। বৃষ্টিটাও অনেকটা ধরে এসেছে। চল আমরা এখন মানে মানে সরে পড়ি।"

প্রফুল্ল উত্তর দিল—"কিন্তু সরে পড়ব কোথায়

প্রভাত; অন্ধের কিবা রাত্র কিবা দিন। এই বনের সর্ব্বত্রই যে আমাদের কাছে সমান। ঐ ছাখো, জানোয়ার তুটো যুদ্ধ কর্‌তে করতে গভীর জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে। এখন আর ভয় নাই। বৃষ্টিটা একেবারে থামুক—তারপর না হয় পথের খোঁজ করা যাবে। এস ততক্ষণ এই পাথরটার উপর একটু বসে বিশ্রাম করে নেওয়া যাক।”

“পালাও, পালাও প্রফুল্ল, আর বিশ্রাম করবার সময় নাই,—ঐ ছাখো সেই আহত হাতীটা আবার তেড়ে আসছে আমাদের দিকে। বোধ হয় বাঘটাকেও ঘায়েল করে আবার তেড়ে আসছে পূর্ব্বের প্রতিশোধ নেবার জন্যে।”

প্রভাত আর প্রফুল্ল উর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌তে আরম্ভ করল।

আট

বৃষ্টি থেমে গেছে কিন্তু ঝড় চলেছে পূরো দমে। ঝোড়ো-হাওয়ার তাণ্ডব নৃত্যে বনের সমস্ত গাছপালা প্রবল ভাবে আন্দোলিত হচ্ছে সাঁই সাঁই শব্দে।

ভিজে স্যাঁৎস্যাতে পিছল পাহাড়ী পথ। সেই পথ

ধরে সমানভাবে ছুটে চলেছে প্রভাত আর প্রফুল্ল,—পিছনে শুঁড় তুলে ছুটে আস্‌ছে সেই দুর্দ্দান্ত মত্ত হাতীটা রাগে গর্জ্জন করতে করতে।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে হঠাৎ প্রফুল্ল চীৎকার করে উঠ্‌ল—"প্রভাত, গেলাম, গেলাম, আমি পা হড়্‌কে মাটিতে পড়ে গেছি।"

প্রভাত আগে আগে ছুটে চলেছিল হঠাৎ প্রফুল্লের চীৎকার শুনে থম্‌কে দাঁড়াল। যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তাতে তার হৃৎপিণ্ড শুদ্ধ থর্‌থরিয়ে কেঁপে উঠ্‌ল।

প্রফুল্ল মুখ থুব্‌ড়ে মাটিতে পড়ে আছে, একদিকে ছিট্‌কে পড়েছে তার রাইফেলটা, আর ওদিকে যমদূতের মত তেড়ে আস্‌ছে সেই হাতীটা।

হায়, হায়, প্রফুল্লকে বুঝি আর রক্ষা করা গেল না। এক্ষুনি ঐ রাক্ষুসে শয়তান হাতীটা পায়ের চাপে প্রফুল্লকে পিষে ফেল্‌বে।

চকিতের মধ্যে প্রভাত স্থির হয়ে একবার ঘুরে দাঁড়াল মরিয়া হয়ে। সে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে প্রফুল্লকে বাঁচানো যায় কি না!

"দুরু-উ-উ-ম্" প্রভাত হাতীটাকে লক্ষ্য করে' আর

একবার গুলি চালালো। গুলিটা বিদ্যুতের মত ছুটে হাতীর শুঁড়ে লাগ্‌ল।

প্রফুল্লকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে হাতীটা রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে প্রবল বেগে ছুটে আস্‌ছিল, হঠাৎ বন্দুকের গুলি খেয়ে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর আতঙ্ককর আর্ত্তনাদ করতে করতে গভীর বনে গা ঢাকা দিল।

প্রফুল্ল মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতই হয়েছিল, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত ঐ রাক্ষুসে জন্তুটার হাত থেকে যে এ ভাবে রেহাই পাবে এ সে ধারণাও করতে পারে নাই।

এক দৌড়ে তার কাছে ছুটে এসে প্রভাত হাত ধরে প্রফুল্লকে টেনে তুলে বল্লে—"ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ, প্রফুল্ল, তোমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা কর্‌তে পারব এ আশা আমি করতে পারি নাই।"

প্রফুল্লের হাঁটুর কাছটা অনেকখানি ছড়ে গেছিল, হাতের কব্জিতেও বেশ চোট পেয়েছে। ছট্‌কে-পড়া রাইফেলটা তুলে নিয়ে সে বল্লে—"এ যাত্রা যে রক্ষা পাব সে আশা করতে পারিনি প্রভাত। আজ বরাৎ জোরে রক্ষা পেয়ে গেছি। ভাগ্যিস্‌, তুমি হাতীটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিলে। এ অবস্থায়

আমি পড়্‌লে আমার বুদ্ধি শুদ্ধি ঠিক থাকত কি না সন্দেহ। গুলি চালাবার বুদ্ধি হয়তো আমার মগজেই আস্‌ত না!"

—"যা' হবার তা' হয়ে গেছে, এখন চল প্রফুল্ল বনের থেকে তাড়াতাড়ি বের হবার চেষ্টা করি,—এই রকম দিশেহারা হয়ে আর কতক্ষণ ঘুরে বেড়াব। পৃথিবী ভ্রমণের সঙ্কল্প ত্যাগ করে এখন চল ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।"

প্রভাতের কথা শুনে প্রফুল্ল বল্লে—"আমি এক্ষুনি ঘরে ফিরে যেতে রাজী প্রভাত, কাজ নাই আর পৃথিবী ভ্রমণে। পৃথিবী ভ্রমণ করা দূরে থাক্, এখন প্রাণটি নিয়ে ঘরে ফিরে যাওয়াই দেখ্‌ছি দায় হয়ে উঠেছে।"

—"ঠিক বলেছ প্রফুল্ল, কোথায় যাব, কি করব, কিছুই ভেবে স্থির করতে পারছি না। সূর্য্য না উঠ্‌লে আর দিকও ঠিক্ করতে পারছি না।" নৈরাশ্যের সুরে প্রভাত বল্লে।

"যে রকম ঝড় চল্‌ছে, মনে হয় শীগ্‌গিরই মেঘ কেটে যাবে।" প্রফুল্ল আকাশের দিকে তাকিয়ে বল্লে।

—"আমারও তাই মনে হয়! যতক্ষণ সূর্য্য না ওঠে, এস আমরা একটা সুবিধামত জায়গায় অপেক্ষা করি।"

এই বলে প্রভাত আশে পাশে তাকাতে লাগ্‌ল কোন সুবিধাজনক জায়গা দেখ্‌তে পাওয়া যায় কি না!

একটা বাঁশঝাড়ের পাশে দুজন দাঁড়িয়ে। ঝড়ের বেগে বাঁশঝাড়গুলি ভীষণ রকম হেল্‌ছে দুল্‌ছে, আর শোঁ শো করে' শব্দ করছে।

হঠাৎ প্রভাত চম্‌কে লাফিয়ে উঠল। উপরের বাঁশ ঝাড় থেকে কি যেন একটা জিনিষ তার ঘাড়ে পড়েছে। জিনিষটা মাটিতে পড়তেই দু'জনেই এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠ্‌ল—"সাপ, সাপ।"

ওরে সর্ব্বনাশ! একটা কালো কুচ্‌কুচে সাপ মাটিতে পড়েই কিল্‌বিল্‌ করতে করতে পালাতে লাগল।

—"কি সাপ ওটা?" প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করল।

—"বোধ হয় কাল-কেউটে"—প্রভাত কপাল কুঁচ্‌কে উত্তর দিল।

নয়

আরো দুইদিন এই ভাবে কাট্‌ল।

আজ পর্য্যন্ত প্রভাত আর প্রফুল্ল কোন লোকালয়ের সন্ধান পায় নাই।

কি দুর্দ্দশার মধ্যে দিয়ে যে তাদের সময় কাট্‌ছে তা আর ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

এই দুদিন খালি তারা বুনো কলা আর নালার অপরিষ্কার জল খেয়ে কাটাচ্ছে। এও যে বরাতে জুটেছে—ভাগ্য ভালো বল্‌তে হবে। না হলে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাদের যে কি অবস্থা হোত বলা যায় না।

রাইফেলের টোটাগুলিও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে,—আর অল্পমাত্র বাকী।

গায়ের জামা কাপড়গুলি ছিন্নভিন্ন, মাথার চুল রুক্ষ শুষ্ক, সারা গায়ে কাদা-মাটি। হঠাৎ কেউ এ ভাবে তাদের দেখ্‌লে পাগল ছাড়া অন্য কিছু মনে করতে পারবে না।

একটা উঁচু টিলার উপর উঠে প্রভাত দূরের দিকে তাকিয়ে বল্লে—"ছাখো প্রফুল্ল, অনেক দূরে, নদীর মত কি জানি একটা দেখা যাচ্ছে। চল, আমরা ঐ দিকে যাই।"

প্রভাতের কথায় প্রফুল্ল যেন নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে এক ঝলক আলো দেখতে পেল। দূরে একদৃষ্টে তাকিয়ে সে বলে উঠ্‌ল—"বাস্তবিকই ওটা নদী বলেই বোধ হচ্ছে। শীগ্‌গির চল,—আমরা নদীর ধারে যাই। নদীতে যদি ষ্টীমার চলাচল করে তবে আমাদের উদ্ধারের উপায় সহজেই হবে।"

প্রভাত বল্লে—"ষ্টীমার চলুক আর নাই চলুক, দু' একটা নৌকার দেখা হয়তো আমরা পেতে পারি।" তারপর একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে প্রভাত আবার বল্লে "কিছুই বলা যায় না প্রফুল্ল, আমাদের যে রকম জ্বলন্ত অদৃষ্ট, হয়তো কাছে যেতে যেতে নদাটা মরীচিকার মত শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে।"

প্রভাত আর প্রফুল্ল এই রকম ভাবে কথা বার্ত্তা বল্‌ছে—এমন সময় তাদের পাশের ঘন ঝোপটা হঠাৎ কেঁপে উঠ্‌ল—আর মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বাঘ বিরাট এক লাফ দিয়ে, বিকট এক আর্ত্তনাদ করে' নীচের দিকে চলে গেল, তার পিঠে একটা বর্শা বেঁধা।

প্রফুল্ল সবিস্ময়ে বল্লে—"একি প্রভাত, বাঘটার পিঠে বর্শা বিঁধ্‌লো কে?"

গাট্টা গোঁট্টা একটা বেঁটে লোক তাদের লক্ষ্য করে বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রভাত উত্তর দিল—"নিশ্চয় ধারে কাছে কোন শিকারী এসেছে।"

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে প্রফুল্ল চীৎকার করে' উঠল—"চল, প্রভাত সেই শিকারীর খোঁজ করি আমরা। নিশ্চয় সে আমাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে।"

—"চুপ্—চুপ্ প্রফুল্ল—বেশী চীৎকার কোরো না। এই সব পাহাড়ের ধারে ধারে বুনো অসভ্যেরা বাস করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভয়ানক হিংস্র, একটুও দয়ামায়া নাই। অতি নির্ম্মমভাবে ওরা হত্যা করে। শুনেছি মানুষ শীকার করতেও ওরা ভালবাসে। আমাদের এখন গোপনে জান্‌তে হবে কি-প্রকৃতির লোক শীকার করতে এসেছে"—এই পর্য্যন্ত বলেই প্রভাত পিছনে ফিরে একবার তাকাল—যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তাতে মুহূর্ত্তের মধ্যে তার শরীরের সমস্ত রক্ত জল হবার জোগাড়।

অসম্ভব গাঁট্টা-গোট্টা একটা বেঁটে লোক তাকে লক্ষ্য করে বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে।

—"দু-রু-উ-ম্"—প্রফুল্লের এক গুলিতে লোকটা মাটীতে লুটীয়ে পড়ল।

—"খুব বাঁচিয়েছ প্রফুল্ল, রাইফেলটা তুলে ধরবার সময় পর্য্যন্ত আমি পেতাম না, তার আগেই ওর বর্শা এসে আমার শরীরে বিদ্ধ হোত।" প্রভাত হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে।

"হৈ-হৈ-হো-হো, হোয়া-হোয়া"—বিকট চীৎকার করতে করতে কারা সব ছুটে আস্‌ছে।

প্রভাত রুদ্ধশ্বাসে বল্লে—"ঐ ছাখো প্রফুল্ল, ঐ রকম বেঁটে বেঁটে আরো কতগুলি লোক ছুটে আস্‌ছে বর্শা উঁচিয়ে আমাদের দিকে।"

—"চালাব গুলি!" প্রফুল্ল বিচলিত কণ্ঠে বল্লে।

"না-না, টোটা আর বেশী নাই আমাদের সঙ্গে,—ওরা দলে অনেক ভারী, ওদের সঙ্গে আমরা পেরে উঠ্‌ব না। এস তাড়াতাড়ি আমরা পালাই। যখনই আর কোন উপায় থাক্‌বে না তখন রাইফেল চালাব।"

যে দিক থেকে লোকগুলো কোলাহল করতে করতে তেড়ে আস্‌ছিল তার বিপরীত দিকে প্রভাত আর প্রফুল্ল প্রাণের দায়ে ছুট্‌তে লাগ্‌ল।

ঝুপ্‌ ঝুপ্‌—ছুট্‌তে ছুট্‌তে প্রভাত আর প্রফুল্ল একটা গভীর গর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেল। গর্ত্তের মুখটা ঘাস পাতা দিয়ে ঢাকা ছিল তাই তারা দেখ্‌তে পায় নাই।

গর্ত্তের মধ্যে বন্ধু দুজন এমনিভাবে পড়ে গেছে, অসভ্য লোকগুলি সে খবর জান্‌তে পার্‌ল না, তারা বিকট চীৎকার করতে করতে প্রভাত আর প্রফুল্লের খোঁজে অন্যদিকে চলে গেল।

দশ

গর্ত্তের তলায় নরম মাটি, তাই তার ভিতর হঠাৎ পড়ে' গেলেও চোট বেশী লাগে নি। আচম্‌কা গর্ত্তের ভিতর পড়ে যাওয়াতে প্রথমটা দু'জনেই বিশেষ ভড়্‌কে গেছিল।

—"এ আবার কি হোল প্রভাত, সামনে এত বড় গর্ত্ত অথচ আমরা কিছুই জান্‌তে পারলাম না।" অবাক্ হয়ে প্রফুল্ল বল্ল।

—"জান্‌তেই যদি পারব তবে আর গর্ত্তের মধ্যে পড়তে যাব কেন প্রফুল্ল। যাক্ এ আমাদের শাপে বর হয়েছে। এই গর্ত্তের মধ্যে হঠাৎ না পড়ে' গেলে, ঐ বুনো লোকগুলো হয়ত এতক্ষণ আমাদের ধরে ফেল্‌ত।" গভীর নিশ্বাস ফেলে প্রভাত এই কথাগুলো বল্ল।

—"গর্ত্তের মুখটা এরকম ভাবে ঘাস পাতা দিয়ে ঢাকা—বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার। এরকম চোরা-গর্ত্ত ধারে কাছে আরো আছে কিনা কে জানে। আমাদের খুব সাবধানে এবার পথ চল্‌তে হবে।"

প্রফুল্লের কথা শুনে প্রভাত বল্লে "আমার মনে হচ্ছে—এই গর্ত্তগুলি হাতী ধরবার ফাঁদ। দেখছ না কি প্রকাণ্ড চওড়া গর্ত্ত এটা, আর প্রায় কূয়োর মত গভীর। গর্ত্ত করে' উপরে ঘাস পাতা দিয়ে বে-মালুম ঢেকে দেওয়া হয়। হাতীর পাল তাড়া খেয়ে যখন এ পথ দিয়ে পালাতে যায়, হঠাৎ গর্ত্তের মধ্যে পড়ে যায়। অনেক সময় বড় বড় বাঘও এই রকম ফাঁদে আট্‌কা পড়ে।"

অসভ্য লোকগুলোর গোলমাল আর শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রফুল্ল বল্লে—"এইবার উঠবার চেষ্টা করতে হবে,—এ রকম গভীর গর্ত্তের থেকে সহজে উঠ্‌তে পারব বলে মনে হচ্ছে না।"

বাস্তবিকই সমস্যার কথা বটে!

প্রভাত একবার উপরের দিকে তাকিয়ে বল্লে—"কোন রকমে যদি একবার উপরের গাছের ঐ হেলানো

ডালটা ধরতে পারা যায়, তবে কাজটা অনেকটা সোজা হয়ে যায়,—কিন্তু ডাল্‌টা ধরি কি করে?" প্রফুল্ল তুমি একবার সোজা হয়ে দাঁড়াওতো, আমি তোমার কাঁধে চড়ে একবার চেষ্টা করে দেখি।"

প্রফুল্লের কাঁধে চড়ে প্রভাত উঁচু দিকে হাত বাড়ালো, কিন্তু এখনো ডালটা অনেকখানি উঁচুতে।

কাঁধের উপর থেকে প্রভাত বল্লে—"দাওতো রাইফেলটা কোন রকমে আমার হাতে তুলে।"

প্রফুল্ল একটা রাইফেল প্রভাতের হাতে তুলে দিল। প্রভাত সেই রাইফেলের সাহায্যে অনেক কষ্টে ডালটাকে নাগালের মধ্যে আন্‌ল,—তারপর ডাল ধরে' তড়াক করে' গর্ত্তের উপর উঠে গেল।

এইবার প্রফুল্লের পালা।

এগারো

উপরে উঠে প্রভাত বড় দেখে একটা গাছের ডাল সংগ্রহ করল,—তারপর সেটা নামিয়ে দিল গর্ত্তের ভিতর।

"উঠে এস প্রফুল্ল এই গাছের ডালটা ধরে"—গর্ত্তের ভিতরে ডাল্‌টা ঝুলিয়ে দিয়ে প্রভাত বল্লে।

প্রফুল্ল গাছের ডালটা ধরে আস্তে আস্তে গর্ত্তের উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

যেই প্রায় মুখের কাছাকাছি এসেছে—হঠাৎ গেল হাত ফসকে,—আবার ধপাস করে প্রফুল্ল গর্ত্তের ভিতর পড়ে গেল।

এবার ভয়ানক চোট লেগেছে। সে কাতর আর্ত্তনাদ করে গর্ত্তের থেকে বলে উঠ্‌ল—"প্রভাত, প্রভাত, পাঁজ্‌রার হাড়ে বড্ড লেগেছে,—আমি আর উঠ্‌তে পারছি না।"

প্রফুল্লের কাতর স্বর শুনে প্রভাত অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। নীচে নেমে গিয়ে সে যে প্রফুল্লের সেবা করবে তার আর উপায় নাই। একবার নীচে নাম্‌লে, আবার উপরে ওঠা একরকম প্রায় অসম্ভব।

সে উপর থেকে সহানুভূতির সঙ্গে বলে উঠ্‌ল—"প্রফুল্ল,—তুমি গর্ত্তের মধ্যে এখন একটু বিশ্রাম কর, আমি ততক্ষণ দেখি তোমাকে উদ্ধার করবার অন্য কোন উপায় করা যায় কি না।"

প্রভাত একবার চারিধারে তাকালো। দেখ্‌তে পেল কিছুদূরে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ রয়েছে। সেই

গাছের মোটা মোটা ডালের থেকে অসংখ্য সব ঝুরি নীচ পর্য্যন্ত নেমেছে।

প্রভাত আর 'কালবিলম্ব না করে' সেই গাছটার কাছে হাজীর হোল,—তারপর শক্ত শক্ত দেখে কয়েকটা ঝুরি কেটে নিয়ে আবার এসে উপস্থিত সেই গর্ত্তটার কাছে।

—"ভয় নাই প্রফুল্ল, এবার তোমার উদ্ধারের অতি সহজ উপায় বের করেছি," ঝুরিতে গিট্ বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে প্রভাত বল্লে।

কয়েকটা ঝুরি এক সঙ্গে গিট্ বেঁধে যখন অনেকখানি লম্বা হোলো,—তখন ঝুরির একটা মুখ একটা গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে প্রভাত সেই ঝুরি ধরে ধরে সর্ সর্ করে আবার নেমে গেল গর্ত্তের ভিতর।

—"প্রফুল্ল, প্রফুল্ল!"—আবেগপূর্ণ কণ্ঠে প্রভাত ডাক্‌ল।

কিন্তু প্রফুল্লের কোন সাড়া শব্দ নাই। ভয়ে প্রভাতের মুখ শুকিয়ে গেল। কাছে এসে সে ঝুঁকে পড়ে প্রফুল্লের শরীর ধরে মৃদু ঝাঁকানি দিল; "প্রফুল্ল, ওঠো ভাই,—আমি এসেছি তোমাকে উদ্ধার করতে।"

প্রফুল্ল কোন উত্তর দিল না,—নড়্‌ল না—চোখ মেলে চাইল না।

নাকের কাছে হাত নিয়ে প্রভাত দেখ্‌ল অতি ধীরে ধীরে তার ক্ষীণ নিশ্বাস পড়ছে।

প্রফুল্ল অজ্ঞান হয়ে গেছে।

বারো

কিছুক্ষণ পরেই প্রফুল্লের জ্ঞান ফিরে এল। চোখ মেলে চেয়ে সে সামনে প্রভাতকে দেখে জড়িত কণ্ঠে বল্লে "প্রভাত আমরা এখন কোথায় ভাই ?"

—"বেশ নিরাপদ জায়গাতেই আমরা আছি প্রফুল্ল, কোন ভয় নাই, তুমি আস্তে আস্তে উঠে বস।" উৎসাহ দিয়ে প্রভাত বল্লে।

পূর্ব্বের সমস্ত স্মৃতিই যেন প্রফুল্লের এতক্ষণ লোপ পেয়েছিল, এইবার ধীরে ধীরে তার স্মৃতি ফিরে আস্‌তে লাগ্‌ল।

প্রভাত তাকে ধরে তুলে বসালো। প্রফুল্ল চারিধারে তাকিয়ে ক্ষীণস্বরে বল্লে "আমরা বুঝি এখনো সেই গর্ত্তের ভিতর পড়ে আছি! উদ্ধারের কি আর উপায় নাই ?"

প্রভাত মুখে মৃদু হাসি টেনে এনে তাকে উৎসাহিত করে' বল্লে—"উদ্ধারের উপায় যথেষ্ট আছে, প্রফুল্ল, এই ছ্যাখো সামনে এই শিকড়ের গিঁট দেওয়া দড়ি ঝুল্ছে। এই গিঁটে গিঁটে পা দিয়ে আমরা অনায়াসে উপরে উঠ্তে পারব। এ ব্যবস্থা আমি ক'রেছি। তুমি শরীরে একটু জোর পেলেই আমরা উপরে যাব।"

শরীরে একটু বল ফিরে পেতেই প্রফুল্ল উঠে দাঁড়াল।

প্রভাত বল্লে "তুমি আগে ধীরে ধীরে উপরে ওঠো, তারপর আমি নিজে উঠ্বার ব্যবস্থা করব।

ঝুরির দড়ি বেয়ে প্রফুল্ল ক্রমে উপরে উঠে এল; প্রভাতও রাইফেল দুটো নিজের পিঠের সঙ্গে ভালো করে বেঁধে নিয়ে শিকড় বেয়ে বেয়ে উপরে উঠ্তে লাগ্ল।

দূর থেকে যে নদীটা অস্পষ্ট একটা ক্ষীণ রেখার মত দেখাচ্ছিল, প্রভাত আর প্রফুল্ল এখন একবার তাকিয়ে দেখল তারা নদীর অনেকটা কাছে এসে পড়েছে।

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় শ্রান্ত ক্লান্ত দুই বন্ধু নদীর ধারে এসে শ্যামল ঘাসের উপর পা বাড়িয়ে বসে পড়'ল।

এদিকে আর বিশেষ জঙ্গল নেই। কল কল শব্দে নদীর খর স্রোত ছুটে চলেছে আপন মনে। পড়ন্ত রোদের রক্তিম আভা সমস্ত নদীটাকে স্বর্ণ-তরল করে' তুলেছে।

নদীটা বিশেষ ছোট নয়। এপার আর ওপারের ব্যবধান অনেকখানি।

প্রভাত বসে আছে পা ছড়িয়ে আর তার হাঁটুতে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে প্রফুল্ল। প্রভাতের নিবিষ্টদৃষ্টি নদীর বাঁকের দিকে—যদি দৈবাৎ কোন নৌকা কি ডিঙ্গি তার চোখে পড়ে যায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে,—দূরে—নদীর বাঁক্‌টা ক্রমে ছায়া-নিবিড় হয়ে উঠ্‌ল,—আর বেশী দূর দৃষ্টি চলে না।

হঠাৎ ওকি! চাঁদ উঠ্‌ছে নাকি! কিসের আলোয় নদীর বাঁক্‌টা অপূর্ব্ব জ্যোতিতে ঝল্‌মলিয়ে উঠ্‌ল?

প্রভাত সোল্লাসে ব্‌লে উঠ্‌ল "প্রফুল্ল, শীগ্‌গির উঠে পড়্‌,—

প্রফুল্লের চোখে নেমে এসেছিল সুনিবিড় তন্দ্রা, প্রগাঢ় সুপ্তি। প্রভাতের ঠেলা খেয়ে সে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠ্‌ল। ঘুমের ঘোর তার তখনো কাটে নাই। স্বপ্ন

জড়িত কণ্ঠে সে প্রলাপের মত বলে উঠ্‌ল—"বাঘ! হাতী! বুনোমোষ! সাপ! অসভ্য লোক! গভীর গর্ত্ত!"

হাস্‌তে হাস্‌তে প্রভাত বল্লে—"এসব কিছুই নয়, ভালো করে তাকিয়ে ত্থাখো একটি ষ্টীমার এই দিকে আস্‌ছে,—ঐ ত্থাখো তার "সার্চ্চলাইটের" আলো।"

নিমিষের মধ্যে প্রফুল্লের সমস্ত শারীরিক দুর্ব্বলতা, মানসিক অবসাদ যেন কোন্ যাদুমন্ত্রবলে দূর হয়ে গেল। সে আনন্দোৎফুল্ল স্বরে বল্লে "এঁ্যা, ষ্টীমার!! এস প্রফুল্ল আমরা শীগ্‌গির টর্চ্চ বাতি জ্বেলে আমাদের বিপদের বার্ত্তা ষ্টীমারের লোকদের ইঙ্গিত করে' জানাই।"

* * *

ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্......

মাল-বোঝাই একটি ছোট ষ্টীমার মেঘনা নদী দিয়ে চলেছে চট্টগ্রামের পথে। প্রভাত আর প্রফুল্ল এখন এই ষ্টীমারের আরোহী।

ষ্টীমারের খালাসীরা জন-বিরল নদীর ধারে সন্ধ্যার অন্ধকারে হঠাৎ টর্চ্চের আলো দেখে দুই বন্ধুকে উদ্ধার করেছে।

মেঘনার ঘোলা জল ভেদ করে মন্থর গতিতে ষ্টীমার চলেছে আপন ছন্দে আপন খেয়ালে!

ডেকের ধারে দুটি চেয়ার পেতে বসে আছে প্রভাত আর প্রফুল্ল। চট্টগ্রাম থেকে তারা কলকাতায় ফিরে যাবে।

প্রভাত হঠাৎ একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেলে প্রফুল্লকে বল্লে—"আমাদের অভিযান শেষ হোল এইখানেই, এতক্ষণ হয়তো প্রণব আর প্রশান্ত ভারত সীমান্ত পেরিয়ে আফ্‌গান রাজ্যে প্রবেশ করেছে।"

—— শেষ ——